ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 April 2022 ■ আগরতলা ৯ এপ্রিল, ২০২২ ইং ■ ২৫ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলায় দুর্গাবাড়িতে বাসন্তী পূজা। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

কাল থেকে প্রাপ্ত বয়স্কদের করোনার বুস্টার টিকা

ডোজ মিলবে বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে, জানাল স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.)।। এবার ১৮ বছরের উর্ধে দেশের প্রত্যেক নাগরিক পাবেন করোনার প্রিকশন ডোজ। শুক্রবার কেন্দ্রের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, আগামী ১০ এপ্রিল অর্থাৎ রবিবার থেকে শুরু হবে এই বুস্টার ডোজ দেওয়ার অভিযান। আপাতত বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে করোনার প্রিকশন ডোজ নিতে পারবেন সকলে।

কড়া বিধিনিষেধ জারি করে এবং টিকাকরণে জোর দিয়ে বর্তমানে দেশে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে করোনা সংক্রমণ। প্রতিদিনই বাড়ছে সুস্থতার হার এবং কমছে অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা। গত ৩১ মার্চ মধ্যরাত থেকে কোভিড সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তবে এরপরও মাস্ক পরা ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সংক্রমণে লাগাম টানতে দেওয়া হচ্ছে বুস্টার ডোজও।

প্রসঙ্গত, প্রথম পর্যায়ে ৬০ বছরের উর্ধে যাঁদের কো-মর্বিডিটি ছিল, তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছিল করোনার বুস্টার ডোজ। দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর নির্দিষ্ট ব্যবধান মেনে এই ডোজ নিতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ষাটোর্ধ প্রত্যেকের জন্যই শুরু হয় বুস্টার ডোজের অভিযান। সেই অভিযানের দিন কয়েক পরই কেন্দ্রের তরফে ইঙ্গিত মিলেছিল যে সংক্রমণ রুখতে সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ককেই প্রিকশন ডোজ দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। সেই পরিকল্পনাই এবার বাস্তবায়িত হতে চলেছে। আগামী ১০ এপ্রিল থেকে বেসরকারি টিকাকরণ কেন্দ্র থেকে নেওয়া যাবে বুস্টার ডোজ।

ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজারের উর্ধেই রয়েছে, তবে শেষ ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়েনি। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১,১০৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৪৩ জন রোগীর। ভারতে এই মুহূর্তে দৈনিক সংক্রমণের হার ০.২৪ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,১৪,৯২-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৪৭ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার ১১৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮৫, ৩৮,৮৮,৬৬৩ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২১,৫৭৩ জন (১.২১ শতাংশ)। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,২১৩ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৫,০০,০০২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৬ শতাংশ।

ভারতে ১৮৫.৩৮-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার ১১৮ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৮৫.৩৮-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮৫,৩৮,৮৮,৬৬৩ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

ফের কোভিড টেস্ট ৫-লক্ষের নীচেই রয়েছে ভারতে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি মামলায় পবিত্র করের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিল ক্রাইম ব্রাঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিএম নেতা পবিত্র করের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ চার্জশিট জমা দিয়েছে। ইতিপূর্বে তাঁকে একাধিকবার জেরা করা হয়েছে। এখন পুলিশ তাঁকে যেকোন দিন গ্রেফতার করতে পারে বলে সূত্রের খবরে জানা গেছে।

বাম জমানায় সিপিএম নেতারা প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছেন। বিত্ত, বৈভবে তাঁরা অসম্ভব অহংকারীও হয়ে উঠেছিলেন। ফলে, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের পতন হবে না, তাঁদের বদ্ধমুল ধারণা ছিল। কিন্তু, সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর দুর্নীতিবাজদের খুঁজে বের করার কাজ শুরু হয়েছে।

সিপিএম নেতা পবিত্র করের বিরুদ্ধে আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি মামলা রুজু হওয়ার পর থেকে তিনি নিজেকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার বলে দাবি করে আসছেন। ক্রাইম ব্রাঞ্চের সাথে তাঁর বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স তদন্তও চলছে। ইতিপূর্বে একাধিকবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাঁকে জেরা করেছে। এখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুত্রবধূকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা, অভিযুক্ত শ্বশুর পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৮ এপ্রিল ।। ঘুমন্ত অবস্থায় নিজ পুত্রবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠলো শ্বশুরের বিরুদ্ধে। গুরুতর অবস্থায় গৃহবধূ সাবিনা বেগম(২০) ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত শ্বশুর আবদুল খালিদ মিয়াঁ(৫০) পলাতক বলে জানা গেছে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ত্রিপুরা অসম সীমান্ত ঘেঁষা কদমতলা থানাধীন কালাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ডে।

জানা গেছে শুক্রবার দুপুর দেড়টা নাগাদ গৃহবধূ সাবিনা দুপুরের খাবার সেরে ঘুমাচ্ছিল। সেই সুযোগে শ্বশুর খালিদ ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ দিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। তাতে গৃহবধূর মাথায় ও একটি চোখে গুরুতর আঘাত লেগেছে। এই ঘটনার সময় গৃহবধূর স্বামী আব্দুল জামাল ও বাড়ির অন্যান্য লোকজন বাড়িতে ছিলেন না। ঘটনার খবর পেয়ে স্বামী বাড়িতে এসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় ছুরিকাঘাতে গুরুতর এক ব্যক্তি মামলা হলেও অন্ধকারে হাতরাচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৮ এপ্রিল ।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় এক ব্যক্তি ছুরিকাহতে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তির নাম নর মোহন ত্রিপুরা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে। ছুরিকাহত হয়ে রক্তাক্ত নর মোহন ত্রিপুরাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

গন্ডাছড়া হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাঁর ভাই জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে গন্ডাছড়া বাজারে আসলে তাকে কে বা কারা ছুরিকাহত করেছে। এ ঘটনায় কে বা কারা জড়িত সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিতভাবে কিছুই জানেন না। এ ব্যাপারে গন্ডাছড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে আটক করার সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

ইন্দ্রনগরে প্রকাশ্য চুরির চেষ্টা, ধৃত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ইন্দ্রনগর এলাকায় চুরি করতে এসে এক চোর হাতেনাতে ধরা পড়েছে। আটক চোরের নাম বিশ্বজিৎ পাল।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার ইন্দ্রনগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার একটি বহুতল বাড়িতে রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছিল। ওই সময় বিশ্বজিৎ পাল বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখনই তাকে হাতেনাতে আটক করা হয় বলে জানা গেছে। তাকে আটক করে স্থানীয় জনগণ উত্তম-মধ্যম দেন। তাতে সে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে আগত বিশ্বজিৎ পালকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে, ওই যুবক নেশাগ্রস্ত ছিল। নেশার টাকার যোগান দিতে সে এ ধরনের চুরির ঘটনায় জড়িত বলে স্বীকার করেছে। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন জড়িত রয়েছে বলেও জানা গেছে। পুলিশ তাদের নাম ধাম উদ্ধার করে তাদেরকে আটক করার জন্য তৎপরতা শুরু করেছে।

গত ১৫ দিনে ৮ বার সে চুরির ঘটনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের টাওয়ার বসানো নিয়ে বাকবিতণ্ডা, উত্তেজনা উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ এপ্রিল ।। উদয়পুর বন্দুয়ার কল্পতরু আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় বৈদ্যুতিক টাওয়ার বসানোকে কেন্দ্র করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছে। টাওয়ার বসানোর কাজে আপত্তি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এ বিষয়ে তারা জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, বন্দুয়ার কল্পতরু আশ্রম সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়ির ঘরের পাশেই বিদ্যুতের টাওয়ার বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুতের টাওয়ার বসানোর ফলে এই বাড়িতে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পরিবারটি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন। এলাকাবাসীর তরফ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে অনুরোধ করা হয়েছে টাওয়ারটি কিছুটা দূরে বসানোর জন্য। কিন্তু ঠিকাদার তাদের কোন কথাই শুনতে রাজি হয়নি। একপ্রকার জোর করেই গাছপালা কেটে সেখানে টাওয়ার বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার।

শুক্রবার টাওয়ার বসানোর কাজ করতে গেলে স্থানীয় জনগণ তীব্র আপত্তি জানান এবং কাজ বন্ধ করে দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার ও তাদের লোকজনদের তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়েছে। তাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার খবর পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে বিলোনীয়ায় ছাত্রছাত্রীদের রাস্তা অবরোধ, যাত্রী দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ এপ্রিল ।। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে আবারও ত্রিপুরায় ছাত্র বিক্ষোভ আছড়ে পড়ল রাস্তায়। ছাত্রদের অবরোধের ফলে দুর্ভোগে পোহাতে হয়েছে সাধারণ যাত্রীদের।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার পিপারিয়াখোলা এলাকায় শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে পথ অবরোধ করল কালী কুমার পাড়া স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা। অবরোধের ফলে বনপাথর থেকে তুলামুড়া যাওয়ার রাস্তাটি পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ায় যাত্রীদুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করেছিল।

জানা গেছে, কালী কুমার পাড়া স্কুলের শিক্ষক স্বল্পতা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। এই শিক্ষক স্বল্পতার মধ্যে নতুন শিক্ষক নিযুক্ত না করে স্কুল থেকে অপর এক শিক্ষককে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই কালী কুমার পাড়া স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুব্দ হয়ে ওঠে। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে এবং স্কুলে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষক ও স্কুল পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে শুক্রবার বড়পাথর-তুলামুড়া রাস্তা অবরোধ করে ছাত্র ছাত্রীরা।

এদিকে, অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। অবরোধকারী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তারা আলোচনায় সামিল হন। প্রশাসনের তরফ থেকে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় শিক্ষক বদলির আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে এবং নতুন করে শিক্ষক নিয়োগসহ অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাবে। সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় ।তবে, শিক্ষাদপ্তর যদি শিক্ষক বদলির আদেশ প্রত্যাহার করে না নেয় এবং নতুন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ না করে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত চাকরিচ্যুত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। সিধাই মোহনপুরে দুটি বাইকের সংঘর্ষে চাকুরিচ্যুত এক শিক্ষক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত চাকরিচ্যুত শিক্ষকের নাম ত্রিদিপ পাল। তার বাড়ি খোয়াই। চাকরিচ্যুত ওই শিক্ষক খোয়াই থেকে বাইকে করে আগরতলার উদ্দেশ্যে আসছিলেন। মোহনপুর এলাকায় এসে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধে। তাতে শিক্ষক গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

আহত শিক্ষককে উদ্ধার করে প্রথমে মোহনপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় মোহনপুর হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে ট্রমা সেন্টারে তিনি চিকিৎসাধীন। জানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহিঃরাজ্যে পাচারকালে আমবাসায় পুলিশের অভিযানে উদ্ধার অর্ধ কোটি টাকার গাঁজা, গ্রেফতার লরি চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ৮ এপ্রিল ।। নেশা বিরোধী অভিযানে

ত্রিপুরা পুলিশ আবারও বড়সড় সাফল্য পেয়েছে। ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে বহি:রাজ্যমুখী গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৫৯০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে আমবাসা থানার পুলিশ। আমবাসার এসডিপিও সুমন মজুমদারের নেতৃত্বে অভিযানে নেমে ওই সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। উদ্ধার গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা।

ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকেই নেশা বিরোধী অভিযান প্রচন্ড গতি পেয়েছে। বিশেষ করে গাঁজা উদ্ধারে ত্রিপুরা পুলিশ একের পর এক সাফল্যের নজির স্থাপন করে চলেছে। আজ সকালে আমবাসা এসডিপিও সুমন মজুমদারের নেতৃত্বে বেতবাগান এলাকায় ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ট্রাক থেকে প্রচুর গাঁজা উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, জাতীয় সড়কে যানবাহনে তল্লাশি অভিযানে সন্দেহবসত পিবি-১২-এন-০৬১৯ নম্বরের ট্রাক থামানো হয়েছিল। গাড়িটি আগরতলা থেকে আসছিল। ওই ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ৫৯০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা১৮২ ▫ ৯ এপ্রিল ২০২২ ইং ▫২৫ চৈত্র ▫শনিবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মূল্যবৃদ্ধির ফাসে উদ্বিগ্ন দেশবাসী

আমজনতার আশা ছিল জ্বালানির দাম কমিবে। অন্তত চার রাজ্যে বিজেপির বিপুল জয়ের 'রিটার্ন গিফ' হিসেবে মিলিবে এই সুরাহা। কিন্তু বাস্তবে হইল উল্টো। নিয়ম করিয়া প্রায় প্রতিদিন বাড়িতেছে পেট্রল-ডিজেলের দর। রান্নার গ্যাসের দামও আকাশছোঁয়া। পাল্লা দিয়া মহার্ঘ হইতেছে জীবনদায়ী ওষুধ। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের সরব হইয়াছে বিরোধী দলগুলি। এই লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি আদতে মোদি সরকারের 'পরিকল্পিত দুর্যোগ'। আর তাহার জন্য দায়ী কেন্দ্রের নীতি। দেশের ভাঙিয়া পড়া অর্থনীতিকে এই দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িবার নেপথ্য কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা। তাঁহাদের কথায়, বিজেপি সরকারই আজ ভারতবর্ষের সবথেকে বড় দুর্যোগ। এমনকী, ইডি-সিবিআইকে বিরোধী নেতাদের বাড়ির বদলে বাজারে পাঠানোর পরামর্শও দিয়াছেন বিরোধী দলের নেতারা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে কীভাবে একটু সুরাহা দেওয়া যায়, তাহা নিয়া নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়াছে। বিরোধী নেতারাতীব্র আক্রমণ করিতেছেন কেন্দ্রকে। 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রতিটি রান্নাঘরে আগুন জ্বলিতেছে। বিরোধীদের চাপে পরিয়া কেন্দ্রের সরকার কৌশলী পথ অবলম্বন করিয়া বলিতেছে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। আসলে এটি একটি পরিকল্পিত দুর্যোগ। মানুষের সমস্যা বাড়াইয়া অন্যদিকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করা হইতেছে।'

অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে একটি সার্বিক নীতি গ্রহণ করা উচিত বলিয়া কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাইয়াছেন বিরোধীরা। এখানেই শেষ নয়। সম্প্রতি টোল ট্যাক্স বাড়ানো হইয়াছে। তাহার জেরে ফের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা চরমে। এই অবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখিতে টোল ট্যাক্স সম্পূর্ণ মকুবের দাবিও উঠিয়াছে। একই সঙ্গে আর্জি, অবিলম্বে পেট্রল-ডিজেল, রান্নার গ্যাস ও জীবনদায়ী ঔষধের দাম কমাইতে হইবে। তিনি বলেন, ' গত ১৬ দিনে ১৫ বার পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ানো হইয়েছে। ছয়মাস আগে ৬০০টি জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়ানো হইয়াছিল। ফের প্যারাসিটামল থেকে শুরু করিয়া ৮০০টি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের বিক্রয়মূল্য বাড়ানো হইয়াছে, প্রায় ১১ শতাংশ। এটা সহ্য করা যায় না। অবিলম্বে এই মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাইতে হইবে।' মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ বেআইনি মজুতদারি। ইডি-সিবিআইকে বিরোধী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহার না করিয়া, মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাইতে কাজে লাগাইতেন বিরোধী দলগুলি কেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়াছে।মোদি সরকারের আমলে পেট্রপণ্যে সেসের হার ৮ থেকে বাড়িয়া ১৬ শতাংশ হইয়াছে। তাহা নিয়াও তোপ দাগিয়াছেন বিরোধীরা। কারণ, সেসের কোনও অংশই পায় না কোন রাজ্য। কেন্দ্র সরকার অবিলম্বে পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাস এবং জীবনদায়ী ঔষধের মূল্য বৃদ্ধির না করিলে দেশের মানুষ আরো অসহায় হইয়া পড়িতে বাধ্য হইবে। সরকারকে এই মুহূর্তে এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। অন্যথায় দেশের পিছাইয়া পড়া গরিব অংশের মানুষের জীবন-জীবিকা প্রশ্ন চিনলে আসিয়া দাঁড়াইবে। শুধুমাত্র বিনামূল্যে গরিব অংশের মানুষের মধ্যে চাল বন্টন করলেই বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না। এই পরিকল্পনাও যে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক তাহাও দেশের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন।

৭ বছর পূর্ণ পিএম মুদ্রা যোজনার, ঋণের ৫১ শতাংশেরও বেশি পেয়েছে এসসি, এটি ও ওবিসি

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার শুক্রবার ৭ বছর পূর্ণ হয়েছে। ২০১৫ সালের ৮ এপ্রিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পের সূচনা করেন। এর আওতায় অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যেগীদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা চালু হওয়ার পর থেকে, ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকার, ৩৪ কোটি ৪২ লক্ষেরও বেশি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। মোট মঞ্জুর হওয়া ঋণের প্রায় ৬৮ শতাংশই মহিলা শিল্পোদ্যেগীদের। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় অনুমোদিত মোট ঋণের ৫১ শতাংশেরও বেশি তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ পেয়েছেন বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জানিয়েছেন। মুদ্রা যোজনার সপ্তম বার্ষিকীতে সীতারমণ জানান, এই প্রকল্পটি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সবকা সাথ, সবকা বিকাশের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে। ছোট ব্যবসায়ীদের সহায়তার পাশপাশি তৃণমূল পর্যায়ে বড় আকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে এই প্রকল্প সহায়ক হয়েছে।

উদ্ধার প্রায় ৭০ লাখ টাকার ইয়াবা, ধৃত ২

জলপাইগুড়ি, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। উদ্ধার প্রায় ৭০ লাখ টাকার ইয়াবা। বিপুল টাকার মাদক উদ্ধার করে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। পাশাপাশি এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দারা। পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ধৃত দুই মাদক পাচারকারী বৃহস্পতিবার রাতে মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে এই সাফল্য পায় শিলিগুড়ি এসটিএফ এবং জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। উদ্ধার ৬৮ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট। গোপনসুত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি এসটিএফ এবং জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ যৌথ ভাবে অভিযান চালায়। তদন্তকারীরা জলপাইগুড়ি ৩১ডি জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৭০ লাখ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেন এদিন। প্রচুর পরিমানে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচার করা হচ্ছে বলে এসটিএফ টিমের কাছে বৃহস্পতিবার রাতে খবর আসে। সূত্র মারফত খবর পেয়ে অভিযানে নেমে একটি ট্রাক আটক করেন গোয়েন্দারা। তল্লাশি চালিয়ে সেটির ভেতর থেকে প্রায় ৬৮ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেন এসঅটিএফ আধিকারিকরা। একইসঙ্গে ট্রাকের চালক ও খালাসিকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দাদের ওই দল। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা জানার চেষ্টা করেন তদন্তকারীরা।এসটিএফ সুত্রে জানা গিয়েছে, আসাম থেকে ওই মাদক ট্যাবলেটগুলি নিয়ে আসা হচ্ছিল। কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেগুলি। ট্রাকের চালক ও খালাসিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া প্রচুর পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেটগুলির বাজার মূল্য অন্তত ৭০ লাখ টাকা বলে জানা গিয়েছে। ধৃত দুজনকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। সূত্রের খবর, তাদের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

অনুব্রত মণ্ডলের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ বার্তা সুজাতা মণ্ডলের

আসানসোল, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : এবার অনুব্রত মণ্ডলের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সুজাতা মণ্ডল। অসুস্থ অনুব্রত মণ্ডল এই মুহূর্তে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি। তাঁর আরোগ্য কামনা করছেন তৃণমূল নেতারা। বিরোধীদের কটাক্ষ 'পুরোটাই নাটক'। এবার এই নিয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করলেন প্রাক্তন বিজেপি নেত্রী সুজাতা মণ্ডল। তোপ দাগলেন বিরোধীদের। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছিল, মাঝেমধ্যে এই দাপুটে নেতার বুক ধড়ফড় করছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বিরোধীদের কটাক্ষকে কটাক্ষ করে শুক্রবার সুজাতা বলেন, "অনুব্রত মণ্ডল আমাদের দলের একজন বরিষ্ঠ নেতা, অত্যন্ত লড়াকু। তিনি বাংলার অন্যতম বড় সংগঠক। তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। অনেক অপশক্তি তাঁকে নিয়ে অকথ্য অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাঁর অসুস্থতা কামনা করে 'খিল্লি' ওড়াচ্ছে। এতে তাঁদের সংকীর্ণ মানসিকতা এবং রুচিবোধের অভাব স্পষ্ট হচ্ছে। আমি অনুব্রত মণ্ডল, আমাদের কেষ্টকাকুর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।" উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে উপনির্বাচনের প্রচারে আসানসোলে রয়েছেন নেত্রী।

সুশ্রুত-সংহিতা ও প্রাচীন ভারতে শবব্যবচ্ছেদ

ড. বিমল কুমার শীট

চিকিৎসা বিজ্ঞানে শবব্যবচ্ছেদ এক অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু প্রাচীনকালে ধর্মশাস্ত্রকাররা বিধান দিয়েছেন যে শব বা মৃতদেহ অত্যন্ত অবপিত্র বস্তু, কোনোভাবে তার স্পর্শে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বৌধায়ন, আপস্তম্ব থেকে শুরু করে মনু প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রকাররা বহুবার একটা বলেছেন। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত লোকবিশ্বাসের মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞা নানাভাবে প্রচলিত আছে। সেই প্রাচীনকালে সুশ্রুত-সংহিতায় শবব্যবচ্ছেদের নিদান প্রকৃতই যুগান্তকারী ঘটনা। বহু দেশে নানা ভাষায় বইটি অনুদিত হয়েছে। প্রথম অনুবাদ হয় আরবি ভাষায় 'কিতাব-ই সুরবুদ'। ঊনিশ শতকে বইটি লাতিন, জার্মান, ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত হয়।

শবব্যবচ্ছেদ কতটা গর্হিত কাজ ছিল তা ভারতের আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস কলকাতা মেডিকেল কলেজ একটি ঘটনা দেখে বোঝা যাবে। ১৮৩৪-৩৫ সালে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলতে বোঝায় শরীরের অভ্যন্তরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্ঞঅন এবং সেই জ্ঞান সঞ্চয়ের অপরিহার্য পদ্ধতি বলতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে শবব্যবচ্ছেদের দক্ষতা অর্জন। কিন্তু মৃতদেহের স্পর্শ মাত্রই জাত-হিন্দুদের পক্ষে এমনই অপবিত্র বলে সংস্কারগত ধারণা যে কোনো ছাত্রই লাশ কাটা ঘরের দিকে পা বাড়াতেও সাহস পান না। ফলে মেডিকেল কলেজ চিকিৎসা-বিজ্ঞান শেখানোর দারুণ সমস্যা।

মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০-১৮৫৬) আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান শেখার উদ্দেশ্যে মেডিকেল কলেজে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। কলেজে সব জাত হিন্দু ছাত্রই শবব্যবচ্ছেদ করতে নারাজ। এই পরিস্থিতিতে তিনি এগিয়ে আসেন এবং নিজের হাতে মড়া কাটতে রাজি হন। দুশ্চিন্তায় ডেজভিড হেয়ারের সারারাত ঘুম নেই। শেষ পর্যন্ত সাহসটা টিকতে তো? সকালের দিকে মধুসূদন যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, ডেভিড হেয়ার সাগ্রহে প্রশ্ন করেন, শবব্যবচ্ছেদের পক্ষে শাস্ত্র সংগত কোনো ননিজর খুঁজে পাওয়া গেল কি? এ হেন নজির দেখাতে না পারলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ভয়ানক গণ্ডগোল শুরু করবেন। উত্তরে মধুসূদন বলেন, এই নিয়ে শুশ্চিন্তার কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের সাহসে যাতে ভাটা না পড়ে, যাতে শেষ মুহূর্তে তিনি পিছপা না হন, এই উদ্দেশ্যে সেদিন এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছুরি হাতে ডাক্তার গুডিফ-এর সঙ্গে তিনি যখন লাশ কাটা ঘরের দিকে এগোচ্ছেন তখন কেল্লা থেকে কামান দেগে তাঁর মনোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখার আয়োজন করা হয়েছিল (ভিন্ন মতে রাজকৃষ্ণ দে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন)। প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ রাজের এই উৎসাহ ধর্মসংস্কারের ধারক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হয়ত কিছুটা সন্ত্রস্ত করেছিল।

খুব বেশিদিনের ঘটনা নয়। ১৮৩৬ সালের ঘটনা। এই ঘটনা থেকে প্রচীনকালের অবস্থা অনুমান করা কঠিন নয়। এবং সেই অবস্থায় সুশ্রুত-সংহিতার শবব্যবচ্ছেদের নির্দেশ সত্যিই বিস্ময়কর মনে হতে বাধ্য। কিন্তু সুশ্রুত -সংহিতায় লেখা হয়েছে শল্যজ্ঞঅন ছাড়া আর কোনো অঙ্গ বর্ণনা করতে পারা যায় না। অতএব শবব্যবচ্ছেদকারী যদি নিঃসংশয় জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করেন, তাহলে একটি মৃতদেহকে শোধন করে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল সামগ্রিকরূপে দেখা তাঁর কর্তব্য।

মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০-১৮৫৬) আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান শেখার উদ্দেশ্যে মেডিকেল কলেজে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। কলেজে সব জাত হিন্দু ছাত্রই শবব্যবচ্ছেদ করতে নারাজ। এই পরিস্থিতিতে তিনি এগিয়ে আসেন এবং নিজের হাতে মড়া কাটতে রাজি হন।

যা প্রত্যক্ষ দেখা হয় এবং যা শাস্ত্রে দেখা যায়, উভয় বিষয়ে সহজেই অনেক জ্ঞান বৃদ্ধি করে থাকে।

অঙ্গ -প্রত্যঙ্গসমূহ দেখার জন্য যেরকম শবগ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'শবটির যেন সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে, তাহা যেন বিষোপহত না হয়, দীর্ঘকাল ব্যাধিপীড়িত না হইয়া থাকে, শতবর্ষ বয়স্কের দেহ না হয়। এইরূপ শবের অন্তপুরীয় নিষ্কাশিত করিয়া কোনো নির্জন প্রদেশে তাহা একটি স্রোতহীন জলাশয়ে পচাইবে। মৎসাদিত ভক্ষণ করিতে না পারে এবং অন্য কোথাও সরিয়া না যায়, এই জন্য সেই জলাশয়ের জদলের মধ্যে একটি মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর ওই শবকে রাখিতে হইবে এবং মুঞ্জ বল্কল কুশ ও শনাদি রজ্জুর কোনো রজ্জুর দ্বারা তাহার সর্বায়ব বেষ্টন করিয়া বাঁধিতে হইবে। সাতদিনের মধ্যেই উহা সম্যক পচিবে, তখন উহাকে তুলিয়া বেণারমূল, চুল, বাঁশের চেয়াড়ী বা কুঁচী দ্বারা ধীরে ধীরে ত্বগাদি সমস্তই অর্থাৎ যথোক্ত বাহ্য অভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবে। লাই, তরমুজ, শসা, গ্রীষ্মকালজাত বড় কাঁকুড় ও কুষ্মান্ড বিশেষ প্রভৃতিকে কেটে শিষ্যকে দেখানো, ভিস্তি ও মৃত পশুর মূত্রাশয় চর্মের থলি প্রভৃতিতে জল ও পাঁক পুরে তাতে শস্ত্র প্রয়োগ করে ভেদনকর্ম অভ্যাস করানো, মৃত পশুর শিরা ও উৎপল নলে বেধা কর্মিশিক্ষা দেওয়া। সূক্ষ্ম ও ঘন বস্তুদ্বয়ের প্রান্তদ্বয় সেলাই করে সীবন কাজ শেখানো, মৃদু মাংসপেশীতে এবং উৎপল নালে কর্ণ সন্ধি বন্ধন কর্ম অভ্যাস করানো, মৃদূ মাংসখণ্ডে অগ্নি ও ক্ষার প্রয়োগ শিক্ষা দেওয়া কীভাবে মূত্রাশয়ে নল প্রবেশ করাতে হয়, কীভাবে মূত্রাশয় ও ব্রণবস্তি পীড়ন করতে হয়, তা জলভর্তি ঘটের পাশে ছিদ্রে বা অলাবু মুখদিতে নল প্রয়োগ দ্বারা দেখিয়ে দিতে হবে শল্যবিদ্যা হাত পাকাবার জন্য, এমন বিস্তৃত উপদেশ সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীন বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে আর কোথাও নেই। সেই দিক দিয়ে সুশ্রুত সংহিতা অনন্য।

শল্যবিদেরা কেবল লাশকাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি, লাশকাটার হাত-পাকাবারা জন্য এবং শল্যবিদ্যায় সাধারণভাবে দক্ষতা লাভের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে শল্যযন্ত্রে প্রয়োগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং শল্যযন্ত্রগুলির নির্মাণকৌশল নিয়েও অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছেন। অস্ত্রপচার করার জন্য ১২১টি বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উল্লেখ করেছে। যন্ত্রগুলিকে দুর্ভোগে ভাগ করার হয়েছে। যেগলো ভোঁতা, তার নাম যন্ত্র। আর যেগুলো সরু ও ধারালো এদের নাম দিলেন শস্ত্র। যন্ত্র ছিল ১০১ রকমের। শস্ত্র ছিল বাকি ২০ রকম। এগুলি তৈরির জন্য দক্ষ কারিগর দরাকর। সুশ্রুত সংহিতায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শল্যবিদদের সঙ্গে দক্ষ কামারের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই এতে বলা হয়েছে, 'বুদ্ধিমান উপকরণ স্পন্ন কর্মনিপুন কর্মকার দ্বারা তীক্ষ্ম, লৌহের এই সকল 'শস্ত্র' প্রস্তুত করাইয়া লইবেন। এই কাজ যুক্তিসংগত হোক কেনস ধর্মশস্ত্রের বিচারে তা সহজ স্বীকৃত নয়। কামার কুমোর যারা হাতের কাজ করে তারা সকলেই ধর্মশাস্ত্রে বিচারে নীচু জাতের মানুষ, তাদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার কথা তাই সংস্কার বিরুদ্ধে বলে বিবেচিত হবার কথা। বিজ্ঞানীর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিচারে হাতের কাজের প্রতি এহেন বিরূপ মনোভাবেই প্রচীন ভারতে বিজ্ঞানের অধাঃপাতের মূল কারণ, হাতের কাজের বিরুদ্ধে শাস্ত্রবিধান মানা শল্যবিদদের পক্ষে অসম্ভব, কেননা তাঁর কাজ মূলত হাতের কাজ। সুশ্রুত-সংহিতায় হাতের কাজটা গৌরবে। তাই এতে স্পষ্ট ঘোষণা, 'একশত একটি যন্ত্র, যন্ত্রের মধ্যেই হস্তই প্রধানমত যন্ত্র জানিবে, কারণ সমস্ত যন্ত্রকর্মই হস্তের অধীন। হস্ত বাতিরেকে যন্ত্রের প্রয়োগ হয় না। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

হোঁৎকা দিয়ে শুরু

শুভময় মিত্র

হিংস্রতা কবেই বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। এখন দেদার অবসাদ। কেউ কাউকে হিংসে করে না আর। ট্রোল করে। উপেক্ষায়, কার্যসিদ্ধিতে তেমন বিশ্বাসী নয় কেউ। সবাই সবাইকে ভীষণ ভালবাসে। মানে, নিজেকে। আত্মসুখেই পূর্ণতা। ঘেন্নার স্টক জবরদস্ত। প্রতিবাদের নয়া প্যাকেজ। কেউ নাকি কারও ব্যাপারে মাথা গলায় না। গলায় শরীর।

এগিকে, মাথা আবার মিশে গিয়েছে শরীরে। আজকের দুনিয়া নুড়ি-পাথরের চেয়েও ছোট। তাই তলাটাও স্পষ্ট দেখা যায়। পাথর কি আর মাটিতে পড়ে থাকে নাকি? ভাসে। ঠিক যেমন মহাশূন্যে বিরাজ করে অজস্র বেকার গ্রহ-তারা। যাদের দেখার চোখ আছে, খুবই দুরদৃষ্টি, মাঝে মাধে দু-এক পিস ধেয়ে আসছে, ঘোষণা করে। এমনকী, আঁক কষে মেপেও ফেলে। আমরা জানতে পারি, আগত মালটির ভর ও বার কত। নাড়ুর মতো? নারকোলের মতো? না, কি নালন্দার সাইজ? সেই শুনে আমরা তার আগমনের গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করি। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায় সে। ছোটামোটা ব্যাপারগুলোয় মাথা দিই। না। তবে, সাইজ ম্যাটারস। পেল্লায় বাড়ি, ঢাউস গাড়ি, স্লিক কলম, চালের দানায় নাম। মাপ জরুরি। বড়ে লিওয়ালে, ছোট মন জাম্বো জেট, কমপ্যাক্ট ডিস্ক। আবার বড়-ছোটর গল্প। প্রত্যেকটাই নিজ গুণে, পরিস্থিতিতে, প্রয়োজনীয়তায়, প্রসাদগুণে অর্থবহ। মুশকিল পাকায় কিছু কিছু বেয়াড়া জিনিস, এই যেমন মানুষের শরীরের মাপ, বিশেষত ওজন।

শুধুমাত্র মাত্রাহীন খাদ্যাভ্যাস নয়, হরমোনের বাঁদরামোতে অ-সাধারণ হয়ে যান, অসহায়ভাবে, অপুলি ফুলেফেঁপে ওঠেন অনেকে। শরীরের জ্বালায় হাঁপাতে থাকেন সারাক্ষণ। বিপন্নতা মাত্রা ছাড়ায় যখন তাঁর দিকে ধেয়ে আসে অন্যের স্বাভাবিক শরীরের অন্যতম অঙ্গ চোখ থেকে বেরিয়ে অসা তীব্র মুখাগ্নি। কারও কথা পছন্দ হয়নি বা মতের অমিল হয়েছে হয়তো। মুহূর্তের মধ্যে আক্রমণের শব্দসারিতে নেতৃত্ব দেবে একটি শব্দ,' মোটাটা বহুত ফটফট করেছ।'

বিশালবপু মানুষ অন্যেতর ভাগের রেশন কেড়ে নেয় না অন্যের পার্সোনাল স্পেসে থাবাও মারে না। হয়তো ইচ্ছা না থাকলেও গণ-পরিবহণে আসন দখলের সময় অন্যকে সংকুচিত হতে বাধ্য করেন। ঠিক কতটুকু বাড়বাড়ন্ত অন্যের ক্রোধের কারণ বা দণ্ডণীয় নেই। আইনও নেই। যেমন আছে মোটা রোজগারহেতু কর-প্রদানে। কোনও কোনও দেশে, অতিরিক্ত সন্তান উৎপাদানের ক্ষেত্রে যদি বা থাকত, আইন, অঙ্ক বলবৎ করে লাভ হত না। কারণ এই বিষয়টির উপর মানুষের কোনও হাত নেই। এদিকে মোটা তো মোটুই। অনেক বিশেষণ জোটে তার, 'হোঁৎকা' দিয়ে শুরু, অনেকটা ভিজুয়াল স্পেস দখল করে থাকার দরুন কিছুতেই ভিড়ে মিশে যাওয়ার উপায় নেই তার। শুধু আমাদের দেশের কুরু চিপূর্ণষ অশিক্ষিত, ন্যূনতম মায়-মমতাহীন, অমানবিক, নোংরা জনগণকে দোষারোপ করলে ভুল হবে। দুনিয়ার সর্বত্র বেখাপ্পা বড় চেহারা দেখলে লোকের চোখ টাটায়। একবার ঝালিয়ে নিন লরেলের পার্টনার হার্ডি বা রাবণের ভাই কুম্ভবর্ণকে। যে কোন ও শারীরিক বিকৃতি, যা চোকে দেখা যায়, তাকে নিয়ে, সুযোগ পেলে অপমান করা, যা আর -এক ধরনের ধর্ষণ, চলতেই থাকে। কেউ বলে না, 'ওরে, ওকে জ্বালাস না, ওর খুব কষ্ট, ছেড়ে দে না।' শুধু শারীরিকভাবে নয়, আটকে যাওয়া দুর্বল মানুষের ওপর অত্যাচার করে অনেকেই সুখ পায়। পণ্ডিতরা বলেন, ক্রাইসিস, আইডেনটিটি ক্রাইসিস। প্রাচীন গ্রিস দিয়ে শুরু করুন, জাম্প কাট করে হিটলার হয়ে নয়া ভারতের সমাজদর্পণ টেলিভিশনে, ব্যক্তিগত চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলে অনেক কিছুর মধ্যে একটা ব্যাপার নজর এড়াবে না—তা হল, বহু মানুষ নিজের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে দিবারাত্র অন্যের উইকনেস খুঁজছে পাগলের মতো। মোটকু পাওয়া খুব ইজি। আচ্ছা জন্তুরা কী করে? চিতা কি জলহস্তীকে তার কদাকার চেহারা নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য করে? শুয়োর কি সাপকে দেখে তড়পায়, 'অ্যাই লাগব্যাগর্নিস, বাঁকা পাইপ, খবরদার আমাকে কামড়াবি না, আমি ভেজ।' মানুষ ছাড়া আর যারা জ্যান্ত, তাদের মধ্যে কি এই বিষয়ে কোনও ব্রেন ওয়েব চলাফেরা করে? তরুলতা বটগাছ দেখে ঠিক কী ভাবে? জগদীশ জানতেন হয়তো। মস্তিষ্কপ্রসূত যাবতীয় কাজ-অকাজ ইউম্যান নেচার হিসাবে দেখা হয়। সেখানে প্রকৃতি বিরোধিতার উল্লেখ নেই। এমনই শিখেছি স্কুলে। সঙ্গে ঠিক-ভুল ভাল-মন্দের অনেক নীতিকথা। স্পষ্ট মনে আছে, স্কুলের স্পোর্টসের সময় শরীরের পার্মানেন্ট বিদ্রোহকে সামলাতে ব্যর্থরা একশো মিটার দৌড়ানোর আদেশ পেলে ভয়ে নীল হয়ে যেত। শিক্ষক তাকে একটু ও ছাড় দিতেন না। সে দৌড়ানোর চেষ্টা করত ট্র্যাক ধরে। কিছু আগে-পরে একদল ফিনিশিং লাইন পেরিয়ে মিশে যেত হা হা হি হি নীল আকাশে। আঠালো ঘাস, মাধ্যাকর্ষণ, অপমানকর স্মৃতির ব্যাক পুলের সঙ্গে অসম যুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া একটা মানুষকে আরও কিছুক্ষণ দেখা যেত একা একা খাবি খেতে। সময় বদলেছে, চেতনা জেগেছে কিছু। হ্যান্ডিক্যাপ্ডদের ওপর এমন অত্যাচার আজ তেমন হয় না বোধহয়। হলে, সোজা শ্রীঘর।

কর্ডলেস ফোনের মতো, শরীরহীন সত্তা ব্যাপারটা একদিন এসে যাবে নিশ্চয়ই। জন্ম থেকেই সবাই ভূত। মৃত্যুর ভয় নেই। জায়গা নিতে হয় না, তাই ভিড়ের চাপ নেই। যদি কেউ সেয়ানা হয়, মুখ না খোলে, খুললেও বুঝে-সুধে, তাহলে তার ভেতরে কি আছে বোঝা না-ও যেতে পারে। অথচ চৈত্র মাসে তিন প্রস্থ জামা পরেও অন্যের লেজার দৃষ্টি থেকে নিজের শরীর লুকনো যায় না। শার্ট পিস দেখতে চাইলে দোকানদার ছোক বুলিয়ে নিয়ে সাহায্যে মেলে ধরে বিছানার চাদর। অন্যরা দেখছে, দেখছে তো দেখছি, নিজেকে দেখতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। কষ্টের ব্যাপার, যে বোঝা, সে-ই বোঝা। একজন কিছু চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি নিজেকে ছোট করতে, দুম করে নিজের সুইচ অফ করে দিলেন, এই ক'দিন আগে। নিউটনের তত্ত্ব, আইনস্টাইনেরই যে আসলে এমসি স্কোয়্যার, এসব সহজে বুঝে ফেলার জন্য সেই পতন দৃশ্য যথেষ্ট ছিল। শুধুমাত্র নিজের প্রতি অসন্তোষে নয়, ভারী চেহারা অন্যের কাছে ক্রমাগত দৃষ্টিকটু হতে হতে, উপহাসের মহাভারত শুনতে শুনতে বারো তলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একজন। মাধ্যাকর্ষণ টেনে নিয়েছিল তাঁকে। ঠেলে দিয়েছিল মর্মান্তিক জীবন পথের পাঁচালিও। সমাধান? জানা নেই। আপাতত মনে পড়ছে, কানে বাজছে সলিল চৌধুরীর একটা ছোটদের গান। খুদে অন্তরা গেয়েছিলেন বড় মিষ্টি করে। শুনলে আজও কদাকার কোলা ব্যাঙকে একটু আদর করতে ইচ্ছে হয়।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

মানুষ মরণশীল প্লাস্টিক অমর

নীল সরকার

উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। সভ্যতাকে প্রকৃতি রক্ষার দিশারি করে তোলা। ১৮৫৫ সালে পার্কস, ১৮৬৯ সালে হায়েত, বা ১৯০৭ সালে ব্যাকেলাইট আবিষ্কার করেছিলেন এক 'নতুন পণ্য', যা প্রাকৃতিক নয়। হাতির দাঁত কচ্ছপের খোল, কাঠের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ হাঁফ ছাড়ার ফুরসত পেল। বিলিয়ার্ডের বলের জন্য হাতি উজাড় হয়ে যাচ্ছিল, চিরুনির জন্য কচ্ছপের খোল।

কিন্তু সেই আবিষ্কার যে একদিন দুষণের কারণ হবে, এটা আবিষ্কর্তারা ভাবেননি। সেই নতুন পণ্য। 'প্লাস্টিক'। প্রত্যেক নতুন আবিষ্কারকে মানুষ প্রশংসায় ভরিয়ে দেয়। তার প্রয়োগে জীবন সরলও হয়। কিন্তু পরে ধরা পরে যে সেটা অমৃত নয়, গরল। প্লাস্টিকও এর ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ডিক বেখ্‌ট আবিষ্কার করেছেন, মানব-রক্তে প্লাস্টিকের উপস্থিতি। প্রত্যেকে চমকে উঠেছেন। তাহলে কি প্লাস্টিকের দূষণ আমাদের জীবনে চরম বিপদ ঘনিয়ে আনবে? শরীরে ভিতর ঘাটি গেঁড়ে আমাদের তিলে তিলে শেষ করবে?

প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে বিগত সাত দশক ধরে কাজ চলছে। সাগরের অতল থেকে এভারেস্টের চূড়ায় তার সাবলীল উপস্থিতি। একদিকে পরিবেশবিদরা বলে চলেছেন, পৃথিবীর তাপামাত্রা কমাতে হবে, না হলে জলস্তরের বাড়বাড়ন্ত কমানো যাবে না। বাড়ছে পরিবেশ শরণার্থীর সংখ্যাও। সেই নিয়ে বিস্তর বিধিনিষেধ বলবৎ হয়েছে।

এতদিন তিমি বা গরুর পেটে প্লাস্টিক পাওয়া গেলে খবর হত। এবার মানুষের শরীরের অন্দরে মিলেছে প্লাস্টিক, তা-ও রক্তের মধ্যে। অর্থাৎ ঘরে-বাইরে মানুষ নিজের সৃষ্টিতেই আক্রান্ত। দুনিয়াতে বিগত সাত দশকে প্রায় আঠারো ট্রিলিয়ন পাউন্ডের বেশি প্লাস্টিক উৎপাদন হয়েছে। মজার কথা, প্লাস্টিকের আয়ু অজানা। এই নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে, কিন্তু এখনও প্লাস্টিকের আয়ু কতদিন, তা নিএয় নির্দিষ্ট কোনও ধারণায় পৌঁছতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। তবে সেই উপসংহারই চরম সত্য ভাবার কারণ নেই। এটা একটা ধারণামাত্রা।

অর্থাৎ আপনার হাতের জলের বোতলটার আয়ু আপনার থেকে বেশি। কবে বিনষ্ট হবে খোদ আবিষ্কার্তাও জানেন না। কোনও প্লাস্টিক পণ্যের গায়ে আয়ু লেখা থাকে না।

ব্যবহারযোগ্য না থাকলে ফেলে দেয়, কিন্তু বিনষ্ট হয় না। পঞ্চভুতে বিলীন হওয়া তো নিছকই কল্পনা। দুনিয়াতে সব কিছুই মরণশীল। মানুষ সৃষ্ট প্লাস্টিক অমর প্রায়। জীবনের কোনভাগে প্লাস্টিকের ব্যবহার একদিকে পরিবেশবিদরা বলে চলেছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা কমাতে হবে, না বলে জলস্তরের বাড়বাড়ন্ড কমানো যাবে না। বাড়ছে পরিবেশ শরণার্থীর সংখ্যাও। সেই নিয়ে বিস্তার বিধিনিষেধ বলবৎ হয়েছে। এতদিন তিমি বা গরুর পেটে প্লাস্টিক পাওয়া গেলে খবর হত। এবার মানুষের শরীরের অন্দরে মিলেছে প্লাস্টিক, তা-ও রক্তের মধ্যে। অর্থাৎ ঘরে-বাইরে মানুষ নিজের সৃষ্টিতেই আক্রান্ত। দুনিয়াতে বিগত সাত দশকে প্রায় আঠারো ট্রিলিয়ন পাউন্ডের বেশি প্লাস্টিক উৎপাদন হয়েছে। মজার কথা, প্লাস্টিকের আয়ু অজানা। এই নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে, কিন্তু এখনও প্লাস্টিকের আয়ু কতদিন তা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও ধারণায় পৌঁছাতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। তবে সেই উপসংহারই চরম সত্য ভাবার কারণ নেই। এটা একটা ধারণামাত্র। অর্থাৎ আপনার হাতের জলের বোতলটার সিরিঞ্জের বহুল ব্যবহার একন বন্ধ প্লাস্টিক দিয়েছে সুরাহা। করোনা প্রতিরোদে ব্যবহৃত বিভিন্ন মাস্ক-ই হোক আর যাই-হোক--- সর্বত্র প্লাস্টিকের ব্যবহার সর্বত্র।

অর্থাৎ, আমাদের হাতে প্লাস্টিকের কানও 'বিকল্প' নেই। দুনিয়া জুড়ে প্লাস্টিকের উৎপাদন তেড়ে বেড়ে চলেছে। আগামী সিকি শতাব্দীতে আরও ২৬ ট্রিলিয়ন পাউন্ডের প্লাস্টিক তৈরি হতে চলেছে। প্লাস্টিকের মিহি কণা বাতাসে ভাসছে। জলের ভিতরেও দিব্যি রয়েছে। আণুবীক্ষণিক সেই কণা খালি চোখে নজরে আসে না। কিন্তু তা আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে। রক্তের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পরছে শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে। কথায় বলে 'ছাগলে কি না খায়'। কিন্তু তারও ক্ষমতা নেই প্লস্টিক হজম করে। সামনে দুটো চরম সমস্যা। এক প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো। অন্যদিকে প্লাস্টিকের ব্যবহারে শরীরে যে দূষণ হচ্ছে তার ফল কী হতে পারে ভাবা? কীভাবে প্লাস্টিক এড়িয়ে সভ্যতা এগিয়ে যেতে পারবে? প্লাস্টিক তাও অপরিহার্য। কয়েকশো বিলিয়ন ডলারের বাজার। বাতিল করব বললেই হবে না। বিকল্প কোথায়? বিকল্প কাঠ, কচ্ছপের খোল, হাতির দাঁত প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ নিষিদ্ধ। এ যেন শাঁখের করাত।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পাকিস্তানের চেয়েও বিদঘুটে আর ভয়ংকর বাংলাদেশ, প্রকাশ্যেই দাবি তসলিমার

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : ''পাকিস্তানপ্রেমী আতঙ্কবাদীরা বাংলাদেশের মতো একটা সম্ভাবনাময় দেশকে আজ ৪৪ বছরে পাকিস্তানের চেয়েও বিদঘুটে আর ভয়ংকর দেশ বানিয়েছে।'' শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করে তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, ''দেশ ভরে ফেলেছে হায়েনায়, হিংসুকে, খুনীতে। খুনীদের বিলুপ্ত করে দেশকে সভ্য করতে আমাদের আরও কতগুলো ৪৪ বছর লাগবে কে জানে।''সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ''আমি চিরকালই মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে। শাহবাগ আন্দোলনেও যখন যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি চাওয়া হচ্ছিল, আমি ফাঁসির বিরুদ্ধে ছিলাম। চোখের বদলে চোখে, দাঁতের বদলে দাঁতে, জানের বদলে জানে বিশ্বাসী নই। ওরাই তো আমার সবচেয়ে বড় শত্রু, আমার সম্ভাব্য আততায়ী, তারপরও ওদের ফাঁসি চাইনি আমি। রাজিব হায়দারকে খুন করার পরও আমি সংশোধানাগারের কথা বলেছি। অপরাধীদের সংশোধানাগারে ঢোকাও, মনোবিজ্ঞানীরা জানুক কেন অপরাধ করেছে, শিক্ষিত করুক ওদের, যেন অপরাধ আর না করে, যেন ভালোমানুষ হয়ে ওঠে। ফ্রিথট ব্লগস-এ অনেকগুলো ব্লগ লিখেছিলাম মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে। ফাঁসি টাসির চিন্তা বাদ দিয়ে জামাতে ইসলামী যেহেতু একটি সন্ত্রাসী দল, বরং একে নিষিদ্ধ করার জন্য আন্দোলন চলুক চেয়েছিলাম।
কিন্তু বোকো হারাম, আইসিস, আল শাবাবের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ দেখে, শত শত নিরপরাধ মানুষকে ওরা কীভাবে হাসতে হাসতে জবাই করছে, দেখে, আমার মনে হয়েছে, ওই বর্বর খুনীগুলোকে মেরে ফেলা হলে আমি অখুশী হবো না। অভিজিৎ রায় আর ওয়াশিকুর বাবুকে যেভাবে কুপিয়ে মেরেছে খুনীরা, তা দেখার পর ওই ঘৃণ্য খুনীদের মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোনও শাস্তির কথা আপাতত আমি ভাবতে পারছি না।
আমি মনে করি না সন্ত্রাসীদের ফাঁসি হলে সমাজে সন্ত্রাস সম্পূর্ণ বন্ধ হবে। আমি এখনও মনে করি, ধর্ম, মৌলবাদ, সন্ত্রাস ইত্যাদি দিয়ে অল্প বয়সীদের মগজধোলাই না করলে, ওদের সুস্থ, সুন্দর মুক্তচিন্তার পরিবেশ দিলে, ওরা ভালো মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। রক্তের বদলে রক্ত - কখনও ভালো কোনও সমাধান নয়। কিন্তু রক্তের বদলে আজ রক্ত চাইছি বলে এই নয় যে মানুষকে সত্যিকারের শিক্ষিত করার বিষয়টিকে আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে আর মনে করছি না। যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে এই প্রথম আমি দাঁড়ালাম।''

শহিদ মঙ্গল পান্ডের শহীদ দিবসে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : শুক্রবার শহিদ মঙ্গল পান্ডের শহিদ দিবসে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান তাঁর বাসভবন অফিসে অডিটোরিয়ামে শহিদ মঙ্গল পান্ডের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এই অনুষ্ঠানে কুরওয়াইয়ের বিধায়ক হরি সাপ্রে এবং প্রবীণ সমাজকর্মী বাবুলাল জাটও উপস্থিত ছিলেন। বিপ্লবী মঙ্গল পান্ডে সিপাই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিশিখা তৈরি করেছিলেন।
তাই, ৮ এপ্রিল ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল মঙ্গল পান্ডেকে নির্ধারিত দিনের ১০ দিন আগে ফাঁসি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, অমর শহিদ মঙ্গল পান্ডে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শঙ্খ বাজিয়েছিলেন। ১৯ জুলাই ১৮২৭ সালে উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ৩৪তম বেঙ্গল ইনফ্যান্টির একজন সৈনিক ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক হিসেবে তিনি সম্মানিত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ভারত সরকার তাঁর সম্মানে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল।

দেশের প্রতিটি দরিদ্রকে পাকা বাড়ি দেওয়ার প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে : নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): দেশের প্রতিটি দরিদ্র মানুষকে পাকা বাড়ি দেওয়ার যে স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেখেছেন, সেই স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। টুইট-বার্তায় জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। শুক্রবার একটি টুইট করে নাড্ডা জানিয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-র অধীনে ৩ কোটিরও বেশি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। "হর দম, হর কদম রাষ্ট্র নির্মাণ"-এ প্রতিটি গৃহহীন মানুষ যতক্ষণ না পর্যন্ত মাথার ওপর ছাদ পাচ্ছেন ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলবে।'
কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং এদিন জানান, 'ইন্দিরা গান্ধী আবাস যোজনার অধীনে ৬০ বছরে মাত্র ৩.২৬ কোটি বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল, অথচ আমরা বিগত ৮ বছরে ২.৫০ কোটিরও বেশি বাড়ি তৈরি করেছি।' এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে জানিয়েছেন, 'দেশের প্রতিটি দরিদ্রকে পাকা বাড়ি দেওয়ার সঙ্কল্পে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছি। জনগণের অংশগ্রহণেই ৩ কোটির বেশি বাড়ি নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। মৌলিক সুবিধা সম্বলিত এই বাড়িগুলি এখন নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক হয়ে উঠেছে।'
উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন গ্রামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (গ্রামীণ) অধীনে ২.৫২ কোটি বাড়ির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য ১.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন শহরে এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (শহর) অধীনে ৫৮ লক্ষ বাড়ি নির্মিত হয়েছে, এ জন্য অনুমোদিত হয়েছে ১.১৮ লক্ষ কোটি টাকা। প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে মৌলিক সুবিধা, যেমন-গ্যাস কানেনকশন, জলের কানেকশন ও বিদ্যুৎ।

হিন্দিকেই ইংরেজির বিকল্প করতে অমিত শাহর দাওয়াইয়ে নেটিজেনদের তোপ

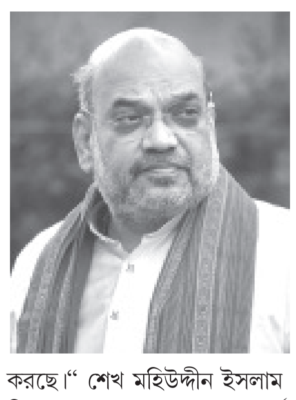

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : "হিন্দি ভাষাকেই ইংরেজির বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা উচিত''। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহর এই মন্তব্যে সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদের মাত্রা বাড়ছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি এই মন্তব্য করেন। শুক্রবার একটি সংবাদ চ্যানেলে খবরটি সম্প্রচারের পর দ্রুত বেড়ে চলেছে প্রতিক্রিয়া।
ইন্দ্রনীল মুখার্জি লিখেছেন, "ইঞ্জিরী না বলতে পারার হতাশা!'' সনিয়া দেবমুখার্জি লিখেছেন, ''হিন্দি কেন? আরআরআর সুপারহিট, তাই তেলেগুকে বিকল্প ভাষা করা হোক।'' দিলীপ মজুমদার লিখেছেন, ''আমি মনে করি বাংলা ভাষাকে ইংরেজির বিকল্প ভাবা উচিত। এই সব জেল খাটা আসামির কথা শুনে কোন লাভ নাই। ডিজেল পেট্রল গ্যাস সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশ ছোঁয়া দাম বাড়িয়ে মানুষের বিবেকটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।''সুপ্রিয় বসু লিখেছেন, ''পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আকাশছোঁয়া। ওষুধ ও চিকিৎসা খরচ নাগালের বাইরে। মানুষের দিশেহারা অবস্থা। ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। তাই এরা ভাষা ও ধর্ম দিয়ে মানুষের মন ঘোরাতে চেষ্টা করছে।'' শেখ মহিউদ্দীন ইসলাম লিখেছেন, "যারা বাংলা ভাষার মর্ম বোঝে না,বাংলায় কথা বলতে পারে না, তাদের মুখে এই কথাগুলো শোভা পায়?''
অমিত চক্রবর্তী লিখেছেন, ''যেহেতু পশ্চিমবাংলায় একটা ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছে, তাই ভয় পেয়ে খুব তাড়াতাড়ি হিন্দির স্বার্থে কিছু একটা আইন আনবে বলেই মনে হয়।''সুমন দেবনাথ লিখেছেন, ''বাংলা ভাষা সারা দেশে চালু করুন আর নিজের পদবীটা 'সাহা'তে এপিটওপিট করে নিন। মাছেভাতে বাঙালি হয়ে উঠুন।'' শৌভিক সরকার লিখেছেন, ''ওসব বিকল্প টিকল্প জানিনা। বাংলায় বাংলার কোনো বিকল্প তৈরি হবে না, পাতি কথা। হিন্দি কোনো বড় হনু না যে সবাইকে জানতে হবে।''
কৌশিক চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ''মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়া মানে জাতির মেরুদন্ড ভেঙে দেওয়া, সেই প্রচেষ্টাই হচ্ছে।'' রুবী রোজ লিখেছেন, ''গুটকাখোর নিপাত যাক।'' সঞ্জয় গুড়িয়া লিখেছেন, ''আমরাও স্কুলে ইংরেজি পড়তে না পারলে, বাংলায় করে দেওয়ার কথা ভাবতাম, উনারও একই অবস্থা।"হিন্দুস্থান সমাচার/

রোহতকে গার্ডকে গুলি দুষ্কৃতীদের; লুট ২.৬২ কোটি টাকা, তদন্তে পুলিশ

রোহতক, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : এটিএম-র ক্যাশ ভ্যান লক্ষ্য করে নিরাপত্তা কর্মীদের গুলি করে দুই কোটি ৬২ লাখ টাকা লুট করল দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার ১ নম্বর সেক্টরে ঘটনাটি ঘটে। ডাকাতরা নিরাপত্তারক্ষীর অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। লুটের খবর পেয়ে আইজি মমতা সিং এবং পুলিশ সুপার উদয় সিং মীনা-সহ পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পুলিশ গোটা জেলায় পথ আটকে যানবাহন তল্লাশি করলেও ডাকাতদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। দুষ্কৃতীরা নগদ টাকা বস্তায় ভরে পালিয়ে যায়।
পুলিশ জানায়, শুক্রবার দুপুর ২টা নাগাদ ক্যাশ ভ্যানটি টাকা জমা দিতে ১ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের এটিএমে পৌঁছায়। এসময় একটি মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক নিরাপত্তাকর্মীরা ক্যাশ ভ্যান থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে যুবকরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। নিরাপত্তারক্ষী গুলিবিদ্ধ হয়ে সেখানেই পড়ে যান। এরপর দুর্বৃত্তরা ক্যাশ ভ্যানে রাখা বাক্স থেকে নগদ টাকা বের করে বস্তায় ভরে পালিয়ে যায়। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ স্ক্যান করা শুরু করেছে।

অসুস্থ রাজ্যপাল ধনকর এসএসকেএম-এ

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : ফের অসুস্থ বোধ করছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তাঁকে বাঙুর ইন্সটিট্যুট অফ নিউরোলজিতে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজভবন সূত্রে খবর, রাজ্যপালের স্নায়বিক কিছু সমস্যা হচ্ছে। তাঁর এমআরআই পরীক্ষা করা হতে পারে।
এর আগে গত ১ এপ্রিল ঠাকুরনগর যাওয়ার সময় শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ধনকর। পরিকল্পনা বাতিল করে তিনি সেদিন ফিরে আসেন রাজভবনে। খবর ছিল, বদহজমের সমস্যা হয়েছে তাঁর। তখন রাজভবনেই তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছিল। রাজ্যপালের অসুস্থতার খবর পেয়ে খোঁজখবর নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শুক্রবার নিউরো মেডিসিনের চিকিৎসক ডাঃ বিমানকান্তি দাস এবং মেডিসিনের চিকিৎসক সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রাজভবনে যান। এরপর চিকিৎসকদের পরামর্শমতো বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি হাসপাতালে যান রাজ্যপাল। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনকরও। হাসপাতালে পৌঁছনোর পরই রাজ্যপালের শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়।

বরাকের রেল পরিষেবার উন্নতি সহ গুচ্ছ দাবি নিয়ে মন্ত্রী বৈষ্ণব সকাশে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি-কানমুন (মিজোরাম) নতুন রেল লাইন সম্প্রসারণ সমেত দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকায় রেল পরিষেবার উন্নতি সংবলিত গুচ্ছ দাবি নিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ।
রেল মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে করিমগঞ্জ শহর থেকে পাথারকান্দি, বদরপুরঘাট সহ বিভিন্ন স্থানে লেবেল ক্রসিংগুলি উঠিয়ে রোড ওভার রোড আন্ডার ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানান সাংসদ মালাহ। সেই সঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাতে বিভিন্ন দাবি সংবলিত একটি স্মারকপত্রও তুলে দিয়েছেন। দাবিগুলোর মধ্যে হাইলাকান্দির পাঁচগ্রাম (ঠাণ্ডাপুর)-এ সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরের কাছে ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ, বরাক-ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেসের দৈনিক রেল পরিষেবা চালু করা, আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস, আগরতলা-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনগুলিকে যাত্রীদের সুবিধার জন্য নিউ করিমগঞ্জ স্টেশনে না থামিয়ে পুরনো করিমগঞ্জ রেল স্টেশনে থামানোর ব্যজবস্থা করা, ভৈরবী থেকে গুয়াহাটি ও দুল্লভছড়া থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালু করা।
এছাড়া এতদঞ্চলের রেল পরিষেবার উন্নতি সাধনে রেলমন্ত্রীকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান সাংসদ। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সাংসদের দাবিগুলি পূরণে আন্তরিক প্রচেষ্টা করবেন বলে সাংসদ কৃপানাথ মালাকে আশ্বস্ত করেছেন। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২০২১ সালের ২২ ডিসেম্বর রেলমন্ত্রীর কাছে এক পত্র মারফৎ একই দাবি জানিয়েছিলেন সাংসদ মালা।

ইউপিআই-এর মাধ্যমে সমস্ত এটিএম থেকে কার্ড ছাড়াই নগদ তোলার ব্যবস্থা করা হবে : আরবিআই

মুম্বই, ৮ এপ্রিল (হি.স.): ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই) ব্যবহার করে সমস্ত ব্যাঙ্ক এবং এটিএম থেকে কার্ড ছাড়াই নগদ তোলার ব্যবস্থা উপলব্ধ করা হবে। জানালেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। বর্তমানে এই সুবিধাটি শুধুমাত্র কয়েকটি ব্যাঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শুক্রবার মনেটারি পলিসি ঘোষণা করার সময় আরবিআই গভর্নর জানিয়েছেন, নগদ টাকা তোলার ক্ষেত্রে কার্ডের প্রয়োজন না হলে, স্কিমিং, কার্ড ক্লোনিং, ডিভাইস টেম্পারিং ইত্যাদির মতো জালিয়াতি রুখে দেওয়া যাবে।
শক্তিকান্ত দাস আরও জানিয়েছেন, সমস্ত ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত এটিএম নেটওয়ার্ক/অপারেটরগুলিতে কার্ড ছাড়াই নগদ টাকা তোলার সুবিধাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। ইউপিআই ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহক অনুমোদন সক্ষম করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কার্ডবিহীন নগদ তোলার সুবিধার অধীনে, ব্যক্তিরা অটোমেটেড টেলার মেশিনে (এটিএম) কোনও ডেবিট কার্ড ব্যবহার না করেই নগদ তুলতে পারবেন।

ফের চালু সাইনগর শিরডি-চেন্নাই সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস

মুম্বই, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : সাইনগর শিরডি-চেন্নাই সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল প্রশাসন। সেন্ট্রাল রেলওয়ে মুম্বইয়ের জনসংযোগ বিভাগের প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, এই পরিষেবাগুলির বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। ট্রেন নং ২২৬০২ সাপ্তাহিক ১৫.০৪.২০২২ থেকে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার সকাল ০৮.২৫ মিনিটে সাইনগর শিরডি থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৯.৩০ টায় ডাঃ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল পৌঁছাবে। একইভাবে ট্রেন নম্বর ২২৬০১ ১৩.০৪.২০২২ থেকে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বুধবার সাপ্তাহিক ডাঃ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল ১০.২০ টায় ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ১১.২৫ টায় সাইনগর শিরডি পৌঁছাবে।
এই ট্রেনগুলিকে বলা হয় আহমেদনগর, দাউন্ড, সোলাপুর, কালাবুরাগি, ওয়াদি, রাইচুর, মন্ত্রালয়ম রোড, আদোনি, গুন্তকাল, অনন্তপুর, ধর্মভরম, সত্য সাই প্রশান্তি নিলয়ম, হিন্দুপুর, ইয়েলাহাঙ্কা, কৃষ্ণরাজপুরম, মালুর, বাঙ্গারাপেট, জোলারপেট্টাই, কাটপাদি, আরাকবুরম, কৃষ্ণরাজপুরম স্টেশনগুলিতে থামবে। এই ট্রেনগুলিতে তিনটি এসি ২-টিয়ার, তিনটি এসি ৩-টিয়ার, ১৩টি স্লিপার ক্লাস এবং ৪টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর বগি রাখা হয়েছে।

প্রয়াত নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড চিবুজোর নুয়াকানমা

আবুজা, ৮ এপ্রিল (হি. স.): প্রয়াত নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড চিবুজোর নুয়াকানমা। শুক্রবার সকালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন এই ফরোয়ার্ড। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৭ বছর।
১৯৮৫ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত কলকাতা ময়দানে দাপিয়ে বেরিয়েছেন চিবুজোর। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহামেডান এই তিন প্রধানের হয়েই খেলেছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে ময়দানজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ১৯৯৫-৯৬ মরশুমে বাংলাদেশে খেললেও ১৯৯৮ সালে ফের ভারতে ফেরেন চিবুজোর। তারপর যোগ দেন গোয়ার খ্যাতনামা ক্লাব চার্চিল ব্রাদার্সে। আর সেখানে এক মরশুম খেলে অবসর ঘোষণা করেন তিনি। ১৯৮৯ সালে নেহেরু কাপে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে বড়সড় ভূমিকা নিয়েছিলেন চিবু। সাদা-কালো শিবিরে থাকাকালীন ক্রিস্টোফার এবং এমেকার সঙ্গে অনবদ্য একটা বোঝাপড়া তৈরি করেছিলেন তিনি। তাঁদের এই বোঝাপড়ার মাধ্যমে একাধিক গোল এসেছিল। তবে তিন প্রধান ছাড়াও টালিগঞ্জ অগ্রগামীতে দীর্ঘদিন খেলেছিলেন চিবুজোর। ১৯৯১ সালে মহামেডানের ত্রিমুকুট জয়ের ক্ষেত্রে বড়সড় অবদান ছিল তাঁর। ফুটবলকে বিদায় জানানোর পর চলে যান ধার্মিক পথে। হিন্দুস্থান সমাচার /সোনালি

জমি বিবাদের জেরে বসিরহাটের দুই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে আগুন

বসিরহাট, ৮ এপ্রিল (হি. স.): উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটের মাটিয়া থানার উত্তর দেবীপুরে গ্রামে দুই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে আগুন দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ। শুক্রবার এই ঘটনায় অভিযোগ উঠল আইএসএফ কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গ্রামে। অভিযোগ, জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে পরপর দুটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসবাবপত্র থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে ছাই হলেও কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। পুলিশ জানিয়েছে, উত্তর দেবীপুরের গ্রামের সক্রিয় তৃণমূল কর্মী আরফান শেখ ও ফজের আলী গাজী। শুক্রবার ভোররাতে দুষ্কৃতীরা তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সামান্য আক্রান্ত হয়েছেন মহিলা তৃণমূল কর্মী জোহরা বিবি ও আলেয়া বিবি। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে দুটি বাড়ি, ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ নথি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঠিক কতটা তা এখনও জানা যায়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বাজার আগুন, ঘুরে দেখলেন ই বি আধিকারিকরা

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেলার পর বাজারদরে রাশ টানার পথ খুঁজতে কলকাতার কিছু বাজারে ঘুরলেন ইবি আধিকারিকরা। দেখলেন সবজি, মাছ, মাংসের দাম। কথা বললেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে।
কার্যত প্রতিদিনই বাড়ছে পেট্রল-ডিজেলের দাম। যার জেরে ক্রম বর্ধমান বাজার মূল্যও। বৃহস্পতিবার নবান্নে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব বাজারে সঠিক দামে জিনিস বিক্রি হচ্ছে কি না, তা দেখার নির্দেশও দিয়েছিলেন। এরপরই শুক্রবার সকালে কলকাতার একাধিক বড় বড় বাজারে দেখা গেল ইবি আধিকারিকদের।
জানা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই আধিকারিকরা দেখেন সরকারি দামের থেকে অনেকটা চড়া দামে জিনিস বিকোচ্ছে বাজারে। যার ফলে ব্যবসায়ীদের ধমকও দেন তাঁরা। চাপে পড়ে কেউ আবার খুলে রাখেন দামের বোর্ড। একই অবস্থা ফলের বাজারেরও। আধিকারিকদের কাছে পেয়ে অনেক ক্রেতাই ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁদের কাছে। জানান, অন্যায়ভাবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে চড়া দাম নেওয়া হচ্ছে তাঁদের থেকে। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ বিক্রেতারা।
বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে বাজার কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিক, মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে তা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভরতুকি এবং 'সুফল বাংলা'র আউটলেটের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু তা কতটুকু কার্যকরী হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বিভিন্ন মহলে।

হুমকি ই-মেলে আতঙ্ক বেঙ্গালুরুর একাধিক স্কুলে, নড়েচড়ে বসল পুলিশ

বেঙ্গালুরু, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : হুমকি ই-মেলে বোমাতঙ্ক ছড়াল বেঙ্গালুরুর একাধিক স্কুলে। বেঙ্গালুরু শহরের ছ'টি স্কুলে ইমেলে হুমকি দেওয়া হয়, 'স্কুলে শক্তিশালী বোমা রাখা আছে। আর এটা কোনও মজা নয়। সাবধান! এখনই পুলিশে খবর দিন। না হলে প্রচুর প্রাণ যেতে পারে। সব কিছুই আপনার হাতে।' শুক্রবার বেলা এগারোটা থেকে ১১.১০ মিনিটের মধ্যে পর হুমকি ই-মেল আসে দিল্লি পাবলিক স্কুল, গোপালান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, নিউ অ্যাকাডেমি স্কুল, সেন্ট ভিনসেন্ট পল স্কুল, ইন্ডিয়ান পাবলিক স্কুল এবং এবেনেজার ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। হুমকি ই-মেল পাওয়ার পরই স্কুলগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
বোমাতঙ্কের খবর পেয়েই পুলিশ স্কুলগুলিতে পৌঁছে যায়, দ্রুত খালি করে দেওয়া হয় শিক্ষাঙ্গন। বম্ব স্কোয়াডও পৌঁছয় স্কুলগুলিতে। তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালানো হয়। বেঙ্গালুরু শহরের পুলিশ কমিশনার কমল পন্ত জানিয়েছেন, 'বেশ কয়েকটি স্কুল হুমকি মেল পেয়েছে। কোথা থেকে এই ই-মেল এসেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে এগুলি ভুয়ো হুমকি।

ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে শিক্ষানীতি করতে হবে, দাবি প্রবীন বামপন্থী শিক্ষকনেতার

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যের প্রস্তাবিত নয়া শিক্ষানীতির বিতর্কে 'ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে ব্যবস্থা করার' প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবিটিএ-র সভাপতি কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।
জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ নিয়ে দেশের নানা প্রান্তের পড়ুয়াদের বিরাট উন্নতি হয়েছে, দেশের শিক্ষাবিদ থেকে অর্থনীতিবিদ, এমনকি বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় দেশের গ্রাম থেকে শহরের নানা পড়ুয়ারা শিক্ষার আলোয় দিশা খুঁজে পেয়েছেন — ঠিক এমনটাই পরীক্ষা পে চর্চায় দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এবার রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই রাজ্য শিক্ষানীতি সম্পর্কে ঘোষণা করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।
কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বলেন, "প্রতিটি রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট শিক্ষানীতি থাকে এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটি সাধারণের শিক্ষানীতি। যাতে শিক্ষক নিয়োগ, পড়াশোনায় সুবিধা, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।যেগুলির একটিও সঠিক ভাবে হয় না এখন। সুদূর গ্রামে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে গিয়ে হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হন, তাদের শিক্ষক নেই — পরিকাঠামো নেই। বেশ কিছু জায়গায় বেসরকারি স্কুল তৈরি হয়ে গিয়েছে, তারা সেখানেও পৌঁছাতে পারছে না।''
ব্রাত্য বসু জানান,কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতি বিদেশি দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের হুবহু নকল। এই রাজ্যে সেই শিক্ষানীতি একেবারেই মানা হবে না। রাজ্যের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি যত দ্রুত সম্ভব কার্যকরী করার চেষ্টা করা হবে। সূত্রের খবর, নীতি মেনে তৈরি করা হয়েছে দশ সদস্যের একটি কমিটি। তারা বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেই কাজ করবে। মহারাষ্ট্র এবং কেরলের শিক্ষানীতির ওপর জোর দেওয়া হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে ইউজিসি কর্তৃক যা গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়েও খতিয়ে দেখা হবে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতির পাশাপাশি বাংলার শিক্ষানীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যের শিক্ষামহলে। এই প্রসঙ্গে কী বলছে শিক্ষক সংগঠন? এবিটিএ-র সভাপতি বলেন, "দেশজুড়ে যে বেসরকারিকরণ শুরু হয়েছে তাতে কতটা ভাল হবে তাতেই সন্দেহ। তবে স্কুলের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাখা দরকার। সিলেবাস বিজ্ঞানসম্মত করতে হবে, যখন যা খুশি লিখে দিলে চলবে না। এবং স্কুলের কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাউন্সিলরদের রাখার একেবারেই প্রয়োজন নেই। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে ব্যবস্থা করলেই ভাল।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও পুষ্টিকর খাদ্য এগুলি, জেনেনিন বিস্তারিতভাবে

কোন খাবারে কতটুকু পুষ্টি থাকে তা মোটামুটি সবারই জানা। কিন্তু কোন খাবারগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও পুষ্টিকর তা অনেকেরই অজানা। দীর্ঘ এক গবেষণার পর পুষ্টিবিদরা সিলমোহর দিল এমন এগারো খাদ্যে, যা একইসঙ্গে সুপারফুড এবং এক খাবারেই পুরো দিন সুস্থ রাখার গুণসম্পন্ন। চলুন জেনে নেয়া যাক সেই খাদ্যগুলো সম্পর্কে-

১.
স্যামন বা সুরমাই মাছ
এই মাছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। শরীরকে একশ শতাংশ সক্রিয় রাখতে এই ফ্যাটি অ্যাসিড অত্যন্ত জরুরি। অনেক রোগ প্রতিরোধেও কার্যকরী এটি। হার্টের রোগ, ডিমেনশিয়া, মানসিক অবসাদ কমাতে কাজে আসে এই মাছ। এটি তৈরি করাও সহজ এবং খেতেও সুস্বাদু। এতে অনেক ভিটামিন, মিনারেল এবং প্রোটিন থাকে।

২. কালে
কালে এক ধরনের শাক। এটি দেখতে অনেকটা ব্রকোলির মতো। আলাদা করে এর কোনো বিশেষ নাম না থাকলেও, সুপারমার্কেটগুলোতে কালে নামেই আপনি পাবেন। অনেকেই একে পালং শাকের খাদ্যগুণের সঙ্গে মিলিয়ে দেন। তবে গবেষণা বলছে, কালে শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার এবং অ্যান্টঅক্সিডেন্ট থাকে। এই শাকে রয়েছে পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, কপার ও ম্যাঙ্গানিজ। এই শাক ক্যানসার প্রতিরোধ করে।

৩. সামুদ্রিক শৈবাল
সমুদ্রে শুধু উপকারি মাছ নয়, রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সবুদ শাক-সবজিও। এগুলোর মধ্যে অত্যন্ত উপকারি হল সামুদ্রিক শৈবাল। সুশি তৈরির জন্য এই শৈবাল ব্যবহার করা হয়। এছাড়া খাবার পেঁচিয়ে রাখতেও ব্যবহার হয় এই শাক। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ থাকে।

৪. রসুন
রসুনের রয়েছে বিস্তর গুণাগুণ। শুধু রান্না সুস্বাদু করাই নয়, এর খাদ্যগুণও অসম্ভব বেশি। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, বিওয়ান এবং বিসিক্স থাকে। রসুনে ভরপুর রয়েছে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, কপার, ম্যাঙ্গানিজ ও সেলেনিয়াম। রসুন ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে, উচ্চ রক্তচাপ কমায়।

৫. শেলফিশ
শেলফিশের তালিকায় রয়েছে অনেক কিছুই। তবে সবচেয়ে সহজলভ্য হল ঝিনুক, শামুক, ওয়েস্টার। এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি১২, জিঙ্ক থাকে। রয়েছে পটাশিয়াম, ভিটামিন সি, সেলেনিয়াম ও আয়রন। সবচেয়ে পুষ্টিকর প্রাণীর মধ্যে রয়েছে এই শেলফিশ।

৬. আলু
একটি আলুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, কপার ও ম্যাঙ্গানিজ। এতে রয়েছে ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি। আলু খেতেও অত্যন্ত সুস্বাদু।

৭. লিভার
প্রাণীর সমস্ত দেহাংশের মধ্যে সবচেয়ে পুষ্টিকর হল লিভার। এটি শরীরে মেটাবলিজম বাড়াতে কার্যকরী। এতে রয়েছে ভিটামিন বি১২, বি৫, বি৬, বি২, এ এবং কপার। রয়েছে আয়রন, ফসফরাস, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম। তাই সপ্তাহে একবার লিভার খেয়ে শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পূরণ করুন।

৮. সার্ডিন
সার্ডিন একধরনের তৈলাক্ত মাছ। এই পুরো মাছটাই খেয়ে নেয়া যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে।

৯. ব্লুবেরি বা জাম
যদি ব্লুবেরি হাতের কাছে না পান তবে দেশি জামও খেতে পারেন। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। শরীরে রক্ত তৈরি করে। মস্তিষ্ককে সজাগ রাখতে সাহায্য করে এই জাম।

১০. ডিমের কুসুম
ডিমের কুসুমে কোলেস্টেরল থাকে। কিন্তু গবেষণা বলছে, এতে শরীরের ক্ষতির পরিমাণ নেই। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, প্রোটিন এবং মিনারেল থাকে। থাকে স্বাস্থ্যকর ফ্যাটও। ওজন কমাতে সাহায্য করে ডিমের কুসুম। এটি সহজলভ্য এবং খেতেও সুস্বাদু।

১১. ডার্ক চকলেট
প্রচুর পরিমাণে কোকোয়া দেয়া ডার্ক চকলেট শরীরের পক্ষে দারুণ উপকারী। এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, কপার ও ম্যাঙ্গানিজ থাকে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্টও। উচ্চ রক্তচাপ কমানোর পাশাপাশি এটি শরীরে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে তোলে। হার্টের রোগ কমাতেও সাহায্য করে ডার্ক চকোলেট।

আর্দতা রক্ষাকারী ফেইস মিস্ট

ভারতের 'লাভিশে বাথ এসেনশল'য়ের প্রতিষ্ঠাতা কিটু পাহুজা, সারাদিন ত্বককে সতেজ রাখতে ফেইস মিস্ট ব্যবহারের পরামর্শ দেন। 'ফেমিনা ডট ইন'য়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ফেইস মিস্ট সম্পর্কে তার দেওয়া পরামর্শগুলো তুলে ধরা হল।

পাহুজা কয়েকটি আর্দতা রক্ষাকারী ফেইস মিস্ট ব্যবহারের পরামর্শ দেন যা ত্বকের যত্নে ব্যবহারে ভালো ফলাফল দেয়।

গোলাপের ফেইস মিস্ট
গোলাপ ত্বকের জন্য উপকারী। গোলাপের ফেইস মিস্টে রয়েছে গোলাপের তেল যা ত্বককে শীতল করে।

পাহুজা বলেন, 'তৈলাক্ত ও চিটচিটে ত্বকের জন্য গোলাপের ফেইস মিস্ট খুব ভালো কাজ করে। ত্বককে ময়লা, তেল এবং ঘাম থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং ভেতর ও বাইরে থেকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।"

অ্যালো নিম ফেইস মিস্ট
ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ, সংবেদনশীল এবং ব্রণ প্রবণ হলে অ্যালো নিম ফেইস মিস্ট আশীর্বাদ স্বরূপ। অ্যালো ভেরা এবং নিম ত্বককে মসৃণ করে এবং ত্বকের প্রদাহ ও সংবেদনশীলতা কমায়।

এগুলোর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল যৌগ সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপকারী। ত্বক আর্দ রাখতে, ব্রণ ও মলিনভাব কমাতে এই মিস্ট উপকারী।

হলুদের ফেইস মিস্ট
হলুদ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এতে থাকা কারকিউমিন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির কারণে হওয়া ক্ষয় ও ত্বকের রোদপোড়া ভাব কমাতে এবং বর্ণ উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে।

কয়েক ফেঁটা গ্লিসারিন এবং গোলাপ জল হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেইস মিস্ট তৈরি করা যায়। এটা তৈলাক্ত ও সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপকারী।

নারিকেলের ফেইস মিস্ট
ত্বককে আরাম দিতে, মলিনভাব কমাতে নারিকেলের মিস্ট উপকারী। এটা যে কোনো মৌসুমেই ব্যবহার করা যায়। ত্বককে শীতল রাখার পাশাপাশি, পিএইচ'য়ের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং উজ্জ্বল ভাব আনে। এর সঙ্গে যে কোনো এসেনশল তেল মেশালে শীতকালে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

কমলা লেবুর ফেইস মিস্ট
সিট্রাস বা টকজাতীয় ফলে আছে ভিটামিন সি এবং ই, যা ত্বক সতেজ রাখতে সহায়তা করে। কয়েক ফেঁটা কমলা এবং লেবুর রসের সঙ্গে এসেনশল তেল এবং অ্যালো ভেরা জেল বা গোলাপ জলের তৈরি ফেইস মিস্ট ত্বকের আর্দতা রক্ষার পাশাপাশি উজ্জ্বল ভাব আনে।

লেবু ত্বককে শুদ্ধ করে এবং চোখের চারপাশের দাগছোপ কমায়। কমলা ত্বকে সতেজভাব আনে ও পরিষ্কার রাখে।

এছাড়াও এটা ত্বকের তেল নিঃসরণ কমায়, ত্বকের তৃষ্ণা কমায় এবং দাগছোপ কমায়। তাই ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ও সুস্থ রাখতে এমন ফেইস মিস্ট ব্যবহারের পরামর্শ দেন, পাহুজা।

ফেইশল মিস্ট সব ধরনের ত্বকের জন্যই উপকারী। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বা সকালে ঘুম থেকে উঠে অথবা মেইক আপ করার আগে এমনকি দিনের যে কোনো সময়েই ফেইস মিস্ট মুখে স্প্রে করে আরাম অনুভব করা যায়।

হরমোনে গড়মিল বাঁধাতে পারে যেসব খাবার

হরমোন ভারসাম্যহীনতার কারণ হতে পারে দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস। হরমোনের ভারসাম্যহীনতা দেহের সকল প্রক্রিয়ায়র ওপর প্রভাব রাখে। তাই সুস্থ থাকতে হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।

পুষ্টিবিজ্ঞানের তথ্যানুসারে 'টইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল যা হরমোনের ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী হতে পারে।

রেড মিট: গরু, খাসী ইত্যাদির মাংসে থাকা স্যাচুরেটেড এবং হাইড্রোজিনেটেড চর্বি অস্বাস্থ্যকর, যা এড়িয়ে চলাই উপকারী।

অতিরিক্ত রেড মিট খাওয়া দেহে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বাড়ায় এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। তাই রেড মিটের বদলে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ মাছ বা ডিম অথবা চর্বিহীন প্রোটিন খাওয়া উপকারী।

ক্রুসাফেরস সবজি: সবজি উপকারী। তবে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। ক্রুসাফেরস সবজি যেমন- ফুল কপি, ব্রকলি; এই ধরনের খাবার অতিরিক্ত খাওয়া প্রদাহ বাড়ায়।

তাছাড়া এসব সবজি অতিরিক্ত খাওয়া থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রভাব রাখে। যা হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

প্রক্রিয়াজাত খাবার: প্রক্রিয়াজাত খাবার সহজলভ্য হলেও এগুলো খাওয়া হরমোনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

এসব খাবারে চিনি, লবণ, প্রিজারভেটিভ সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। যা খাওয়া দেহের প্রদাহ, মানসিক চাপ এমনকি স্থূলতার ঝুঁকিও বাড়ায়।

ক্যাফেইন: অতিরিক্ত ক্যাফেইন ধরনের খাবার ঘুমচক্রের ওপরে প্রভাব ফেলে। এছাড়াও অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ দেহের কর্টিসোলের মাত্রা বাড়ায় এবং যা মানসিক চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। আর হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

দুধের তৈরি খাবার: দুধের তৈরি খাবার পুষ্টি উপাদানে ভরপুর। তবে তা হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় প্রভাব ফেলে। অতিরিক্ত দুধের তৈরি খাবার অন্ত্রের প্রদাহ বাড়ায় এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় প্রভাব রাখে। এমনকি অতিরিক্ত দুধ খাওয়াও দেহে ট্রাইগ্লিসারাইড ও শর্করার মাত্রা বাড়ায়।

মিষ্টি, ক্যান্ডি: অতিরিক্ত ক্যান্ডি বা শর্করা-জাতীয় চকোলেট এবং মিঠাই রক্তের শর্করার মাত্রা বাড়ায়। নিয়মিত বাড়তি শর্করা গ্রহণে লেপ্টিন এবং ঘ্রেলিনের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে। এই দুই হরমোনই ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত এবং দেহের হরমোনের ভারসাম্যতায় প্রভাব রাখে।

সয়া দিয়ে তৈরি খাবার: সয়া শরীরের জন্য উপকারী। তবে অতিরিক্ত সয়ার তৈরি খাবার হরমোনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

এতে আছে বায়োঅ্যাক্টিভ উপাদান যা ফাইটোইস্ট্রোজেন নামে পরিচিত। এটা দেহের ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বাড়ায় এবং দীর্ঘ মেয়াদে প্রজনন স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

সেরাম ব্যবহারের ভুলগুলো

ব্যবহারের ভুলে দাম দিয়ে কেনা সেরাম ত্বকের যত্নে কোনো উপকারেই আসবে না।

সেরাম ত্বকের গভীরে গিয়ে কাজ করে এবং সবচেয়ে ভালো ফলাফল দেয়। তবে ভুল উপায়ে এর ব্যবহার কেবল অর্থের অপচয় মাত্র।

এক্সফলিয়েট করতে ভুলে যাওয়া: ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে এক্সফলিয়েট করা আবশ্যক। এটা ত্বককে উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে এবং সেরামের কার্যকারিতা বাড়াতেও সহায়তা করে।

লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্যবিদ জিনা মারি ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "ত্বক এক্সফলিয়েট করা গভীরে প্রসাধনী প্রবেশ করতে ও কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে।"

তবে প্রতিদিন এক্সফলিয়েট করা ক্ষতিকর। তাই ভালো ফলাফল পেতে সপ্তাহে দুতিনবার এক্সফলিয়েট করাই যথেষ্ট।

ভুল ধাপ অনুসরণ: নামি দামি প্রসাধনী ব্যবহারের পরেও ভালো ফলাফল না পাওয়ার অন্যতম কারণ হল ভুল ধাপে তা ব্যবহার করা।

মারির মতে, প্রথমে মুখ ভালো মতো ধুতে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে এক্সফলিয়েট করতে হবে। এরপর টোনার ব্যবহার করে ত্বককে সেরাম ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে নিতে হবে।

মারি, প্রতিটা ধাপ সম্পন্ন হওয়ার পরে পাঁচ থেকে দশ মিনিট অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন। আর শেষে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে বলে জানান তিনি।

চাপ দিয়ে ব্যবহার না করে ঘষা: সেরাম হাতে নিয়ে মুখে মালিশ করে ব্যবহার করা বেশ আরামদায়ক কিন্তু তা কার্যকর নয়। সেরামের উপযুক্ত ব্যবহার হলো, তা হাতে নিয়ে মুখে হালকা চাপ দিয়ে দিয়ে ব্যবহার করা।

মারি বলেন, "সেরাম ব্যবহারের সময় তা সর্বদা উপরের দিকে গতিশীলভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং মালিশ করা বাদ দিতে হবে।"

তিনি আরও বলেন, "গাতিশীলভাবে ও চাপ দিয়ে ব্যবহার করা হলে তা অল্প পণ্যে বেশি উপকারিতা দেয়।"

উপকরণের মিশ্রণ: ত্বকের যত্নে অতিরিক্ত প্রসাধনী ব্যবহার মানেই উপকারী তা কিন্তু নয়। একাধিক সেরাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর মিশ্রণের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি। অন্যথায় ত্বকে জ্বলুনি দেখা দিতে পারে, যেমন- রেটিনল এবং ভিটামিন সি একত্রে ব্যবহার।

মারি বলেন, "একাধিক পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, যে কোনো একটা পণ্য ব্যবহার করা ও তার সর্বোচ্চ ভালো ফলাফল পাওয়া চেষ্টা করতে হবে।"

তার মতে, বাজারে এমন অনেক সেরাম পাওয়া যায় যা একসঙ্গে ভালো কাজ করে। তাই আন্দাজের ওপর ভিত্তি না করে বরং ভালো কাজ করবে এমন সেরাম কেনা উচিত।

নতুন ধরনের বরফ আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা

নতুন ধরনের বরফ খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা! বলা ভাল এমন এক অদ্ভুত রূপে বরফের আবিষ্কার হয়েছে যা পৃথিবীতে এ যাবত খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি মহাকাশের দূরের জগতের অজানা গ্রহেই এমন বরফ থাকতে পারে বলে অনুমান করছেন বিজ্ঞানীরা।

বৃহস্পতির ডিসট্যান্ট মুন বা চাঁদে যখন ইউরোপা ক্লিপার মিশন পৌঁছোবে তখন সেই অভিযানেই জলের উতস খুঁজে বের করার চেষ্টা হবে। বলা হচ্ছে, ইউরোপার পৃষ্ঠদেশের তলদেশে বরফের আকারে এই জল সজ্জিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতির ডিসট্যান্ট মুনের জন্য যে মহাকাশ অভিযান হতে চলেছে, সেই ইউরোপা ক্লিপার মিশন শুরুর আগে বিজ্ঞানীরা বরফের একটি নতুন ধরন বা রূপ খুঁজে পেয়েছেন যা ওই দূরের গ্রহতেই থাকতে পারে।

বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই এই নতুন ধরনের বরফ নিয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু করেছেন। উচ্চ চাপের মধ্যে জলের বিভিন্ন উপকরণ পর্যালোচনা করে নতুন ধরনের আবিষ্কার করা হয়েছে। এটি আসলে একটি মাঝামাঝি মাধ্যম এবং কিউবিক ফেজ, এই তিন ধরনের বরফের মাঝামাঝি একটি পর্যায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ধরনের বরফ একদম অন্য রকমের। পৃথিবীর কোথাও এই ধরনের বরফের হদিশ পাওয়া যায়নি। তবে পৃথিবীর ম্যান্টেল অংশের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ উপাদান হতে পারে। এছাড়াও আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে কোনও জলের নমুনা সমৃদ্ধ গ্রহে এই ধরনের বরফ দেখা যায়। বৃহস্পতি গ্রহের বড় চাঁদের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে এই বরফ।

এখানে মূলত অতিরিক্ত চাপের মধ্যে জলের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাপ করেছেন। ফিজিক্যাল রিভিউ বি- তে এই পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। এর পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের তরফে গবেষকরা এই নতুন গবেষণা করেছেন। দু'টি বিপরীত মুখে থাকা হিরের মাথায় জলের নমুনা রাখা হয়েছিল। লেসার হিটিং টেকনিকের মধ্যেই দিয়েও সাময়িক ভাবে বরফের উপকরণগুলো গলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ছোট ছোট ক্রিস্টালে পরিণত হওয়ার আগেই এগুলিকে গলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়েছিল চাপ। এরপর আস্তে আস্তে একটি কিউবিক আকার নিয়েছিল ওই 'ওয়াটার আইস'।

জলের উপরকরণগুলিকে সংকুচিত করে তিনটি হিরের মধ্যে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণু আলাদা করে নেওয়া হয়। তারপর একাধিক ভিন্ন অ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে এই নতুন ধরনের বরফ জ্জত্বত্র-ঝজ্জজ্জন্ঠ আবিষ্কার হয়েছে। এই নতুন ধরনের বরফের আবিষ্কার এক্সোপ্ল্যানেটের গাঠনিক উপাদান বুঝতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সাহায্য করবে। আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে কোনও গ্রহতে এই উপকরণ অর্থাত নতুন ধরনের বরফ থাকলে তা বোঝাবে যে ওই গ্রহে বসবাসের জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি পরিবেশ হয়তো থাকতে পারে।

যেসব অভ্যাস সঙ্গীর বিরক্তির কারণ হতে পারে

ঘরের কর্তৃকে খুশি রাখতে ঝামেলা সৃষ্টি করে এমন অপ্রয়োজনীয় বিষয় এড়িয়ে চলাই ভালো।

টাইমস অব ইন্ডিয়াতে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে স্ত্রী বিরক্ত হতে পারে এমন বিষয়গুলো চিহ্নিত করে তা বাদ দেওয়ার উপায় সম্পর্কে জানান হল।

কাপড় এলোমেলো করে রাখা: নিজে গোছানো না হলেও মাথায় রাখতে হবে সঙ্গীনি বাড়ির কাজের লোক নয়। তাই যতটা সম্ভব নিজের জিনিসপত্র বিশেষত কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখতে হবে। মাঝেমধ্যে এমন ঘটনা ঘটলে তা মানানসই। তবে নিয়মিত অন্যের এলোমেলো কাপড় গোছানো বিরক্তির কারণ হতে পারে।

'হুম' বলা বা কেবল 'মাথা নাড়ানো': সঙ্গী কথা বলার সময় তার উত্তর স্বরূপ কেবল মাথা নাড়ানো বা 'হুম' বলা মোটেও গ্রহণযোগ্য না। এটা অনেকটা সঙ্গীকে অগ্রাহ্য করার সমান। সঙ্গী কোনো কথা বললে বা কিছু জিজ্ঞেস করলে তা শান্তভাবে শোনা এবং সে অনুযায়ী উত্তর দেওয়া সম্পর্ক ভালো হতে সাহায্য করে। আর ভুল বোঝাবুঝির সমস্যা হয় কম।

নিজের কাজ শেষে সব গুছিয়ে রাখা
ব্যক্তিগত কাজ যেমন- শেইভ করা বা চুল কাটা ইত্যাদি শেষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঠিক মতো গুছিয়ে রাখা এবং কাজের স্থান পরিষ্কার করে রাখা উচিত। নিজের কাজ নিজে করলে সঙ্গীকে এর জন্য বার বার বিব্রত করতে হয় না।

শিশুসুলভ আচরণ: সঙ্গীর সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা বা মন মতো আচরণ করার স্বাচ্ছন্দ্য থাকা জরুরি। তবে তা করতে গিয়ে যেন বরাবর দায়িত্ব এড়িয়ে না যাওয়া হয় সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে সবসময় শিশুসুলভ আচরণ করা সঙ্গীর বিরক্তির কারণ হতে পারে। তাই সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করাও জরুরি। এতে পারিবারিক সম্পর্ক ভালো থাকে।

প্রাক্তন: অধিকাংশ স্ত্রীই প্রাক্তনকে সহজে গ্রহণ করে না। তাই প্রাক্তনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হতে পারে সঙ্গীর বিরক্তির কারণ। তাই পরিবারের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সঙ্গীর অপছন্দের কাজ এবং প্রাক্তনের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখাই শ্রেয়।

করিমগঞ্জের ইশানছড়ায় প্রায় ১৮ কোটি টাকার ২.২৭৫ কিলো হেরোইন উদ্ধার, আটক চার

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ এপ্রিল (হি.স.) : ড্রাগস-বিরোধী অভিযানে আবারও দৃষ্টান্ত রচনা করেছে অসম পুলিশ। এবার ড্রাগস-বিরোধী অভিযানে দ্বিতীয় দফায় বড়সড় সাফল্য পেয়েছে করিমগঞ্জ পুলিশ। এর আগে গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি থানাধীন ভেটারবন্দে প্রায় ২৩ কোটি টাকার নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছিল। এবার ১৮ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার হয়েছে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ হাইলাকান্দি জেলার সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর থানাধীন ইশানছড়া এলাকায়।

গতকাল রাতে ইশানছড়ায় পুলিশ ২ কেজি ২৭৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত হেরোইনগুলির বাজারমূল্য কমপক্ষে ১৮ কোটি টাকা হবে বলে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়া জানিয়েছেন। মাদক পাচারের অভিযোগে আটক করা হয়েছে অসম গণ পরিষদের করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি হেলাল আহমদ খানের ভাই হুসেন আহমদ খান এবং তাঁর তিন সাঁকরেদ জাকির হুসেন, নুরুল ইসলাম ও সাহিদ আহমদ নামের চার মাদক কারবারিকে। এদের মধ্যে জাকির হুসেন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁর পায়ে গুলি করে আটক করেছে। পুলিশের গুলিতে জখম জাকির বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়া জানান, মিজোরাম থেকে বহু কোটি টাকা মূল্যের হেরোইন করিমগঞ্জ জেলায় আসছে বলে খবর ছিল পুলিশের কাছে। গোপন ওই খবরের ভিত্তিতে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রামকৃষ্ণনগর থানাধীন ইশানছড়া এলাকায় ওৎ পেতে বসে থাকেন। সঙ্গে ছিলেন রামকৃষ্ণনগর থানার ওসি দীপজ্যোতি মালাকারও। দিনভর অপেক্ষার পর গভীর রাতে পুলিশ বৃহৎ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরাম থেকে আগত একটি টাটা সুমোয় তালাশি চালিয়ে ধরা পরে বিপুল পরিমাণের হেরোইনগুলি। গাড়ির সামনের ফেন্ডার (চাকার মাডগার্ডের ওপরের অংশ) সহ বিভিন্ন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা ছিল ১৭৫টি সাবান কেসের মধ্যে হেরোইন ভরা অসংখ্য কন্টেনার। এগুলি থেকে ২ কেজি ২৭৫ গ্রাম ওজনের হেরোইন উদ্ধার করেন পুলিশের অভিযানকারীরা। হেরোইনের সঙ্গে সুমোর চার যুব-আরোহীকে তৎক্ষণাৎ আটক করে পুলিশ তাঁদের কব্জায় নিয়ে নেয়। ইত্যবসরে জাকির হুসেন নামের ড্রাগস পাচারকারী পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য দৌড় দেয়। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে জাকিরকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। গুলিটি জাকিরের বা পায়ের কাফে বিদ্ধ হলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। জানা গেছে, গুলিবিদ্ধ জাকির বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ধৃতদের জেরা চলছে। রাজ্যে দ্বিতীয় মেয়াদের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই ড্রাগসের বিরুদ্ধে ”অল আউট অপারেশন”-এর ডাক দিয়েছিলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। হিমন্তবিশ্ব ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এখন পর্যন্ত বহু কোটি টাকার মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি বহু ড্রাগস কারবারিকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে পুলিশের এনকাউন্টারে বেশ কয়েকজন আহত এবং মৃত্যুবরণও করেছে। তবু পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ড্রাগস কারবারের সাম্রাজ্য কায়েম রেখেছে অপরাধ জগতের কতিপয়। কিন্তু বসে নেই পুলিশ প্রশাসনও। এদিকে সরকারের শরিক দল অগপর করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি হেলাল আহমদ খানের ছোট ভাই হুসেন আহমদ খান ড্রাগস কারবারে সঙ্গে জড়িত থাকার খবরে জেলা জুড়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। বিরোধীরা তো কয়েক কদম এগিয়ে বলেন, সরকারের মিত্রজোটের অ্যাডভান্টেজ নিয়ে এক শ্রেণির ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক ব্যক্তি আড়ালে ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত। ড্রাগসমুক্ত অসম গড়তে মুখ্যমন্ত্রী সংকল্প নিয়েছেন। কিন্তু শস্যের মধ্যেই যদি ভূত লুকিয়ে থাকে তা-হলে এই ভূত তাড়ানো কি সম্ভব? প্রয়োজনে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের গাড়িগুলিও পুলিশি তালাশির আওতায় আনা হোক, সচেতন মহলের দাবি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর অসম-নাগাল্যান্ডের সীমান্তবর্তী বোকাজানে ৩২ কোটি টাকার ড্রাগস সহ নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত ইসমাইল আলিকে গ্রেফতার করিছিল পুলিশ। এর পর যথাক্রমে ২০২১ সালের ২ সেপ্টেম্বর মণিপুরে ৯০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ রাজ্য পুলিশের হেড কনস্টেবল মুজিবুর রহমান এবং তার সাঁকরেদ মহম্মদ ফিরোজ, ওই সালের ১৮ সেপ্টেম্বর করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি থানাধীন ভেটারবন্দে প্রায় ২৩ কোটি টাকার ২ লক্ষ ৩০ হাজারটি নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট সহ চার মাদক কারবারি, ২০২১ সালের ১৭ নভেম্বর কারবি আংলং পুলিশ ১২ কোটি টাকার হেরোইন সহ দুই মাদক পাচারকারী বিমল তাসা এবং সাদ্দাম হুসেনকে জালে তুলেছিল পুলিশ। এছাড়া চলতি ২০২২ সালের ১১ জানুয়ারি অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ১১ কোটি টাকার হেরোইন। এছাড়া প্রায় প্রতি সপ্তাহে বহু লক্ষ থেকে বহু কোটি টাকার মাদক দ্রব্য উদ্ধার করছে অসম পুলিশ।

উত্তরপ্রদেশের সংশোধনাগারে বাজবে গায়ত্রী মন্ত্র, অভিনব উদ্যোগ যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : বন্দিদের মানসিক শান্তি বজায় রাখতে এবার থেকে উত্তরপ্রদেশের সংশোধনাগারে বাজবে গায়ত্রী মন্ত্র এবং মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলেই এই দুই মন্ত্র চালাতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের জেলমন্ত্রী ধরমবীর প্রজাপতি শুক্রবার জেল প্রশাসনের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রতিদিন সকালে প্রার্থনার পরে বন্দিদের শোনানো হবে এই দু' টি মন্ত্র। জেলে থাকা বন্দিদের আত্মিক সুস্থতাতেও সহায়তা করবে এই দুই মন্ত্র। জেলের মধ্যে পরিবেশ শান্ত থাকবে, তাছাড়াও বন্দিদের দুশ্চিন্তা দূর হবে এই দুই মন্ত্রের মাধ্যমে। এছাড়াও জেলের মধ্যে প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করায় নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে।

বন্দিদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়দের দেখা করার ব্যবস্থা ভারচুয়ালি করতে হবে বলেও জানান হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। ভবিষ্যতে মন্ত্র শোনানো ছাড়াও নানা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন ধরমবীর।

মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সইদের ৩১ বছরের জেল

ইসলামাবাদ, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : সন্ত্রাসমূলক কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদানের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলেন হাফিজ সইদ। লস্কর-এ-তইবা প্রধানের ৩১ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে পাকিস্তানের একটি আদালত। শুক্রবার জানা গিয়েছে, লাহোরের একটি আদালত লস্কর প্রধানকে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করেছে। সেই সঙ্গে হাফিজ সইদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশও দিয়েছে আদালত।

২০০৮ সালের মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড ছিলেন হাফিজ সইদ। পাকিস্তানে বসেই তিনি মুম্বইতে ভয়ানক হামলার ছক কষেন। ১৪ বছর আগে সেই হামলায় প্রাণ হারান ১৬০ জন। ৭০ বছরের লস্কর প্রধান বর্তমানে লাহোরের কোত লখপত জেলে বন্দি। জঙ্গিদের আর্থিক মদত সংক্রান্ত আরও পাঁচটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। ৩৬ বছরের কারাদণ্ড হয় তাঁর। এবার ৩১ বছরের সাজা পেলেন তিনি। সব মিলিয়ে হাফিজ সইদের সাজা বেড়ে হল ৬৮ বছর। প্রসঙ্গত, মুম্বই হামলার পরই হাফিজ সইদকে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী' ঘোষণা করে রাষ্ট্রপুঞ্জ। লস্কর প্রধানের মাথার দাম ১০ মিলিয়ন ডলার ঘোষণা করে আমেরিকা। আন্তর্জাতিক চাপে ২০১৯ সালে শেষমেশ হাফিজ সইদকে গ্রেফতার করে পাক সরকার। পরের বছর হাফিজের দুই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

আবাস যোজনার অধীনে ৩ কোটি বাড়ি নির্মিত, ”নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক” বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে দেশের দরিদ্র মানুষদের জন্য ৩ কোটি বাড়ি নির্মিত হয়েছে, শুক্রবার সকালে টুইট করে এমনটাই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই সমস্ত পাকা বাড়ি ”নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক”। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, 'দেশের প্রতিটি দরিদ্রকে পাকা বাড়ি দেওয়ার সঙ্কল্পে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছি। জনগণের অংশগ্রহণেই ৩ কোটির বেশি বাড়ি নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। মৌলিক সুবিধা সম্বলিত এই বাড়িগুলি এখন নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক হয়ে উঠেছে।'

দেশের বিভিন্ন গ্রামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (গ্রামীণ) অধীনে ২.৫২ কোটি বাড়ির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য ১.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন শহরে এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (শহর) অধীনে ৫৮ লক্ষ বাড়ি নির্মিত হয়েছে, এ জন্য অনুমোদিত হয়েছে ১.১৮ লক্ষ কোটি টাকা। প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে মৈলিক সুবিধা, যেমন-গ্যাস কানেনকশন, জলের কানেকশন ও বিদ্যুৎ।

তেল আবিবে বন্দুকধারীর গুলিতে দু”জনের মৃত্যু, সুরক্ষা বাহিনী নিকেশ করল জঙ্গিকে

তেল আবিব, ৮ এপ্রিল (হি.স.): ইজরায়েলের উপকূলবর্তী শহর তেল আবিবে বন্দুকধারীর গুলিতে প্রাণ হারালেন দু”জন। এছাড়াও কমপক্ষে ৮ জন জখম হয়েছেন। বার এবং রেস্তোরাঁয় পরিপূর্ণ জনপ্রিয় নাইটস্পট ডিজেনগফ স্ট্রিটে বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। গুলি চালানোর ঘটনায় ওই বন্দুকধারীকে গুলি করে নিকেশ করেছে ইজরায়েলের সুরক্ষা বাহিনী। সুরক্ষা বাহিনী জানিয়েছেন, 'তেল আবিবে সশস্ত্র হামলা চালানো জঙ্গিকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এবং নিকেশ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এটি সন্ত্রাসী হামলা। ইউএস সিকিউরিটি অফ স্টেটঅ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জানিয়েছেন, তেল আবিবে সন্ত্রাসী হামলার দিকে আমরা নজর রাখছি।

গাজা উপত্যকায় নিয়ন্ত্রণকারী হামাস এবং ইসলামিক জিহাদ তেল আবিবের হামলাকে স্বাগত জানিয়েছে। বন্দুকধারী রাত ৯টার দিকে একটি জনাকীর্ণ বারে গুলি চালায়। পরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। গুলির শব্দ শোনা মাত্রই ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। জরুরি সার্ভিসের পক্ষ থেকে ম্যাগেন ডেভিড অ্যাডম জানিয়েছেন, দু”জন নিহত হয়েছেন এবং ৪ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। মুখপাত্র জাকি হেলার বলেন, 'মোট ১৬ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, দুজন মারা গিয়েছে, ৪ জন গুরুতর জখম হয়েছে।' তেল আবিবের ইচিলভ হাসপাতাল নিশ্চিত করেছে যে দু”জন নিহত এবং 'কয়েকজন গুরুতর জখম' হয়েছে। হাসপাতালের পরিচালক রনি গামজু বলেন, 'জখমদের বেশিরভাগই বক্ষস্থলের অংশে, পেটে এবং কিছু মুখে বিভিন্ন ধরনের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছে।'

মহিলাদের পোষাকে লাগাম দেওয়ার চেষ্টা নিয়ে ফের তোপ তসলিমা নাসরিনের

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : মহিলাদের পোষাকে লাগাম দেওয়ার চেষ্টা নিয়ে ফের তোপ দাগলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

শুক্রবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, “বাংলাদেশের বইমেলায় এক তরুণী লেখিকা স্লিভলেস ব্লাউজ পরে গিয়েছিলেন, নতুন বই বেরিয়েছে তাঁর, বইয়ে অটোগ্রাফ দিয়েছেন। কিন্তু লোকেরা নাকি তাঁকে ব্লাউজ নিয়ে প্রশ্ন করেছে, কেন এই কাট, কেন হাফ স্লিভ বা ফুল স্লিভ নয়। পুরুষের কী অসুবিধে মেয়েদের বাহু দেখলে? অসুবিধে হবে কেন? নিশ্চয়ই সুন্দর সুডোল বাহু দেখতে ভালো লাগে। চোখের আরাম হয়। মনেরও আরাম হয়। পুলক জাগে। তারা কি পুলক জাগুক চায় না? নিশ্চয়ই চায়। ফাঁক পেলে তো ঠিকই দেখে নেয় পর্ন ছবির ফর্সা ফর্সা মেয়েদের খোলা বাহু, খোলা শরীর। তবে দেশের মেয়েদের ওপর অত ফুল স্লিভ, হিজাব, বোরখা চাপিয়ে দেওয়া কেন? না চাপালে মেয়েরা স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করবে। করুক না, তাহলে তো আরও আরও মুখশ্রী, আরও আরও বাহু, আরও আরও খোলা পিঠ দেখার সুযোগ হবে! হ্যাঁ হবে, কিন্তু স্বাধীনচেতা মেয়েদের দেখে তাদের স্ত্রীদের চোখ কান খুলে যাবে যে! তাদের স্ত্রীও স্লিভলেস পরতে চাইবে, স্বাধীন হতে চাইবে। তাদের অধিকারের বস্তু, তাদের যৌন দাসী, মুক্তির স্বাদ পেয়ে যাবে। স্ত্রীর বাহু দেখে অন্য পুরুষের লোভ জাগবে, বলা যায় না, স্ত্রীও হয়তো কাউকে লোভ করবে। নিজের লাড্ডুটিতে অন্য কেউ কামড় বসাক তারা চায় না। লাড্ডু তারা একাই খাবে।

এমন তো হতে পারে স্ত্রীরা তাদের ভালোবাসবে, ভালোবেসেই তারা আর দ্বিতীয় কাউকে মনে মনেও পেতে চাইবে না। হতে পারে, কিন্তু পুরুষগুলোর আত্মবিশ্বাস নেই। তারা নিজেকে স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য মনে করে না। করে না বলেই জোর খাটায়, প্রভুর ভূমিকা নিয়ে নেয়, আদেশ করে, হুমকি দেয়। হৃদয়ের জোরে নয়, পেশির জোরে আর অর্থের জোরে তারা যা চায় তা আদায় করে নেয়।“

কোস্টারিকায় নামার সময় পিছলে গেল চাকা, বিমানবন্দরে দু'টুকরো বিমান

সান হোসে, ৮ এপ্রিল (হি.স.): আপৎকালীন অবতরণের সময় রানওয়েতে পিছলে গিয়ে দু'টুকরো হয়ে গেল একটি কার্গো বিমান। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ আমেরিকার কোস্টারিকার রাজধানী সান হোসের জুয়ান সান্তা মারিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত পণ্যবাহী বিমানটি জার্মানির একটি পরিবহণ সংস্থার। বিমানবন্দর সূত্রের খবর, রানওয়েতে আপৎকালীন অবতরণের সময় হঠাৎই পিছনের চাকা পিছলে গিয়ে ভারসাম্য হারায় বিমানটি। এর পরে মাটিতে ধাক্কা খেয়ে দু'টুকরো হয়ে যায়। ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। ভেঙে পড়ার পরে বিমানের একাংশ থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেলেও কোনও বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটেনি। বিমানের চালক এবং তাঁর সহকারী দু'জনই অক্ষত রয়েছেন।

পূর্ব ইউক্রেনের ট্রেন স্টেশনে রকেট হামলা, মৃত্যু কমপক্ষে ৩৫ জনের

কিয়েভ, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : পূর্ব ইউক্রেনের ট্রেন স্টেশনে রকেট হামলায় প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৩৫ জন। শুক্রবার পূর্ব ইউক্রেনের ক্রামতোর্স শহরের ট্রেন স্টেশনে রকেট হামলা চালানো হয়, এই রকেট হামলায় কমপক্ষে ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহতের সংখ্যা শতাধিক। সাধারণ নাগরিকদের উদ্ধারের জন্য ও নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রেন স্টেশনটি ব্যবহার করা হচ্ছিল, শুক্রবার সেখানেই রেকট হামলা চালানো হয়।

ইউক্রেন রেলওয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্রামতোর্স শহরের ট্রেন স্টেশনে দু”টি রকেট হামলা চালানো হয়েছে। রাশিয়ার রকেটে তছনছ হয়ে গিয়েছে স্টেশনটি। প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৩৫ জন ও আহতের সংখ্যা শতাধিক। এই রকেট হামলা প্রসঙ্গে রাশিয়ার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রাশিয়া অবশ্য বরাবরই দাবি করে আসছে, সাধারণ নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে না তাঁদের সেনাবাহিনী।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করল মস্কো

মস্কো, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : ইউক্রেনে আগ্রাসনের ঘটনায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় এবার অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে মস্কো। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি শত্রুতাপূর্ণ আচরণের অভিযোগ এনে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন ও নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন ছাড়াও এই দুই দেশের আরও অনেক মন্ত্রী ও এমপির রাশিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে মস্কো। জানা গেছে, রাশিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধের তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার ২২৮ জনের নাম রয়েছে, আর নিউজিল্যান্ডের রয়েছে ১৩০ জনের নাম। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে অদূর ভবিষ্যতে নতুন ঘোষণা দেওয়া হবে। তাতে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার সামরিক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, রাশিয়ার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব জাগিয়ে তুলতে যারা সাহায্য করছে, তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।

আসারাম বাপুর আশ্রমে গাড়ির মধ্যে উদ্ধার কিশোরীর দেহ, নিখোঁজ ছিল ৪ দিন

গোন্ডা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): ফের শিরোনামে উঠে এল জেলবন্দি স্বঘোষিত ধর্মগুরু আসারাম বাপুর আশ্রম। এবার উত্তর প্রদেশের গোন্ডার নগর কোতোয়ালি এলাকায় আসারাম বাপুর আশ্রম চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক কিশোরীর দেহ। বিগত ৪ দিন ধরে নিখোঁজ ছিল ওই কিশোরী। গোন্ডা-বাহরাইচ সড়কের ভিমৌর গ্রামে আশারাম বাপুর আশ্রম প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি থেকে কিশোরের দেহ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বছর ১৩-র ওই কিশোরী গত ৫ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ ছিল। শুক্রবার সকালে আশ্রমের ভিতরে অনেক দিন ধরে পড়ে থাকা একটি গাড়ির ভিতর থেকে ওই কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। আশ্রমের এক কর্মী পুলিশের কাছে দাবি করেন, গাড়ির ভিতর থেকে পচা গন্ধ পাচ্ছিলেন। কিসের গন্ধ, তা খতিয়ে দেখতে গিয়েই এক কিশোরীর দেহ চোখে পড়ে। তার পরই তিনি পুলিশে খবর দেন। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আশ্রমেরই এক কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। গাড়িটির মালিক কে? কিশোরী কীভাবে গাড়ির ভিতরে পৌঁছল, সমস্ত কিছু জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

সম্পত্তি গোপনের অভিযোগ প্রমাণিত, সাত বছরের জেল হতে পারে বরিস বেকারের

লন্ডন, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : সাত বছর জেল হতে পারে বরিস বেকারের। লন্ডনের সাউথওয়ার্ক ক্রাউন আদালতে শুক্রবার দোষী প্রমাণিত হয়েছেন প্রাক্তন টেনিস তারকা। নিজেকে ২০১৭ সালে দেউলিয়া ঘোষণা করলেও, তিন বারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে বিপুল সম্পত্তি গোপন করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে আদালতে।

৫৪ বছরের জার্মানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি সাড়ে তিন লক্ষ ইউরো প্রাক্তন স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েও তা গোপন করেন। পাশাপাশি উইম্বলডন ট্রফি, জার্মানিতে একাধিক স্থাবর সম্পত্তি এবং লন্ডনের একটি ফ্ল্যাটের কথাও গোপন করেন নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করার সময়। স্পেনের মালোরকায় একটি সম্পত্তি কিনতে তিন লক্ষ ইউরোর বেশি ব্যাঙ্ক ঋণ নেন তিনি। কিন্তু ঋণের কিস্তি শোধ না করে নিজেকে দেইলিয়া হিসেবে ঘোষণা করেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়।

যোগী আদিত্যনাথের ক্ষমতায় ফেরার পর ৮০ জন অপরাধীর আত্মসমর্পণ

লখনউ, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ক্ষমতায় ফিরে আসার পর উত্তরপ্রদেশ সরকার শুক্রবার ঘোষণা করেছে, অপরাধ এবং অপরাধীদের প্রতি শূন্য সহনশীলতা থাকবে। এর ফলে প্রায় ৮০ জন অপরাধী প্রশাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'সরকারে ক্ষমতায় ফেরার পর গত ১৫ দিনে প্রায় ৮০ জন অপরাধী আত্মসমর্পণ করেছে। মাফিয়া ও অবৈধ দখলদারদের মধ্যে সরকারের ভয় রয়েছে।'

অপরাধ ও অপরাধীদের প্রতি জিরো টলারেন্স এবং দরিদ্রদের প্রতি সংবেদনশীলতা গত পাঁচ বছর ধরে যোগী সরকারের মূলমন্ত্র। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসেও প্রশাসনে এই নীতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এছাড়াও, দরিদ্র কল্যাণ প্রকল্পগুলি নতুন গতিতে বাস্তবায়ন করা শুরু হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্যে মাফিয়া ও অপরাধীদের দ্বারা বেআইনিভাবে নির্মিত ভবন ভাঙার কাজ চলছে অবিরাম। যারা দরিদ্রদের সম্পত্তি দখল করেছে, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

একটানা ১১-বার অপরিবর্তিত রেপো রেট, ৩.৩৫ শতাংশেই থাকল রিভার্স রেপো রেট

মুম্বই, ৮ এপ্রিল (হি.স.): রেপো রেট (যে সুদের হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) পুনরায় অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই), অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে রিভার্স রেপো রেটও। এই নিয়ে টানা ১১-বার অপরিবর্তিত রাখা হল রেপো রেট ও রিভার্স রেপো রেট। অপরিবর্তিত থাকার পর বর্তমানে রেপো রেট ৪ শতাংশ এবং রিভার্স রেপো রেট ৩.৩৫ শতাংশ। শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, ৬, ৭ ও ৮ এপ্রিল মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠক হয়, সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে রেপো রেট ৪ শতাংশ রাখার পক্ষেই সহমত পোষণ করেছে মুদ্রানীতি কমিটি। পাশাপাশি রিভার্স রেপো রেট ৩.৩৫ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকছে।

একইসঙ্গে আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে। ৪.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকছে মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি ও ব্যাঙ্ক রেট। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস এদিন জানিয়েছেন, 'আমি তিনটি ভিন্ন দিকের উপর জোর দিচ্ছি যা আমাদের উদ্ভুত হওয়া সঙ্কট ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম করবে। প্রথমত, বাহ্যিক সেক্টরে উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যা খুবই সুখকর পর্যায়ে রয়েছে এবং তৃতীয়ত আর্থিক সেক্টরকে যথেষ্ট শক্তিশালীকরণ।

জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে ডিভাইডারে ধাক্কা বাইকের, মহিলা-সহ মৃত ৩

শ্রীনগর, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারল একটি মোটরবাইক। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা-সহ ৩ জনের। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উধমপুর জেলার গারানি এলাকায়। মৃতদের নাম-সেলিম (৪৫), তাঁর স্ত্রী শান্তি দেবী (৪০) ও মেয়ে রিঙ্কু (২০)। তাঁদের বাড়ি রিয়েসি জেলার আরনাস এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার হাইওয়ের ওপর থেকে যাওয়ার সময় গারানি এলাকায় জে কে ০২ বি ৪৭৩৯ নম্বরের একটি মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৩ জনকে উদ্ধার করে উধমপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও ৩ জনকেই মৃত বলে জানান চিকিৎসকরা।

গরম বাড়ছে জম্মু-কাশ্মীরে, কার্গিলে তাপমাত্রা বেড়ে ৩.০ ডিগ্রি

শ্রীনগর ও জম্মু, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : তাপমাত্রার পারদ দ্রুত চড়ছে জম্মু-কাশ্মীরে, গরম বাড়ছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখেও। তবে, লাদাখের দ্রাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখনও হিমাঙ্কের নীচেই রয়েছে। শুক্রবার জম্মুর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৪ ডিগ্রি, গরমের দাপটে রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়ছেন জম্মুর বাসিন্দারা। আগামী ২৪ ঘন্টা এমনই শুষ্ক থাকবে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের আবহাওয়া।

গরম বাড়ছে সমগ্র কাশ্মীরে, শ্রীনগরে শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে ৪.২ ডিগ্রি ও গুলমার্গে ৬.২ ডিগ্রি। লাদাখের দ্রাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখনও হিমাঙ্কের নীচেই রয়েছে, লাদাখের দ্রাসে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১.৮ ডিগ্রি, লেহ-তে ৩.৮ ডিগ্রি ও কার্গিলে ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বাংলায় গেলে খুন হয়ে যেতে পারি, এই মন্তব্যের প্রতিবাদে গিরিশ পার্কে প্রতিবাদ তৃণমূলের

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : বাংলায় গেলে খুন হয়ে যেতে পারেন অমিত শাহর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে এবার পথে নামল তৃণমূল।

ঠিক কথাই বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর্থন বঙ্গ বিজেপির। অন্যদিকে, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ২০১৯-এ কলেজ স্ট্রিটে আক্রান্ত হননি অমিত শাহ। এই চাপান উতোরের মাঝেই পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্যের প্রতিবাদে শুক্রবার উত্তর কলকাতায় গিরিশ পার্কে প্রতীকী অবরোধ করল তৃণমূল।

সাম্প্রতিক একের পর এক ঘটনাকে হাতিয়ার করে, পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে লাগাতার সরব বিজেপি। রামপুরহাটকাণ্ড নিয়ে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার কাছে রিপোর্টও দিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় দল। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে, বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন অমিত শাহ। টেনে আনলেন গতবছর দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিরাকোলে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার কনভয়ে হামলার প্রসঙ্গ। বলেন, ” আমি গিয়েছিলাম ২০১৯ এ ভোটের প্রচারে। আগুনের গোলা ফেলা হয়েছিল। নাড্ডার গাড়িতে জঘন্য হামলা হয়েছিল। কী করে না বলতে পারেন?” শুক্রবার তৃণমূলের বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন, মিথ্যে অপবাদ দিয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে হেয় প্রমাণের চেষ্টা হচ্ছে।

টিসিপিসিআরের উদ্যোগে শুক্রবার সিপার্ডে একদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

সিএনজি-র মূল্যবৃদ্ধিতে ক্ষোভ, দিল্লির যন্তরমন্তরে ট্যাক্সি ও অটো চালকদের প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি)-এর দাম উপর্যুপরি বেড়েই চলেছে। বিগত এক সপ্তাহের মধ্যে দিল্লিতে ৪-বার সিএনজি-র দাম বাড়িয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাস লিমিটেড (আইজিএল)। সিএনজি-র দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে শুক্রবার দিল্লির যন্তরমন্তরে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন শতাধিক ট্যাক্সি ও অটো চালকরা। সিএনজি-র দাম কমানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

"সর্বোদয় ড্রাইভার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন"-এর সভাপতি রবি রাঠোর বলেছেন, সরকারের হয় সিএনজি-র দাম কমানো উচিত নয়তো ভাড়া সংশোধন করা উচিত। তিনি বলেছেন, 'সিএনজি-র দাম প্রতি কেজি ৭০ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু, আমরা এখনও আমাদের ক্যাব এবং অটোগুলি পুরানো ভাড়ায় চালাচ্ছি। তাই সিএনজি-র বর্ধিত দামের মধ্যে কাজ করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। ভাড়া সংশোধিত না করা হলে সিএনজি-র দাম কমাতে হবে।'

অটো চালকরা এদিন জানিয়েছেন, 'প্রতিদিন সিএনজি-র দাম বাড়ছে, অথচ পুরানো মিটারের হার এখনও অনুসরণ করা হচ্ছে।' বিজয় কুমার নামে একজন অটো চালক বলেছেন, 'মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। আমরা যাত্রীদের কাছ থেকে ১০-২০ টাকা বেশি চাইলে, তারা অটো থেকে নেমে চলে যায়। সিএনজি-র দাম প্রতিদিনই বাড়ছে। গরীবরা যাবে কোথায়? সমস্ত চালক রাস্তায় নামলেই সরকার বুঝতে পারবে।'

১৭ থেকে ১৯ এপ্রিল দ্বিতীয় ভারত-বাংলাদেশ পর্যটন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। আগামী ১৭ থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় 'ভারত-বাংলাদেশ পর্যটন উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে। তিন দিনব্যাপী এই মিলন উৎসবে এপার বাংলা- ওপার বাংলার ট্যর অপারেটর, হোটেল মালিক, পর্যটন আধিকারিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীগণ অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়াও এই উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের ট্যর অপারেটর, পশ্চিমবঙ্গের ট্যর অপারেটরসহ বিভিন্ন সাংস্ক'তিক সংস্থাকেও।

১৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং মেগা সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে থাকবে দুই দেশের বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ। এই উৎসবকে সফল করার লক্ষ্যে আগামী ১৭ এপ্রিল সকাল ৭ টায় দুই দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে আগরতলা শহরে অনুষ্ঠিত হবে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী। পাশাপাশি আগামী ১৭-১৯ এপ্রিল উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে চলবে রাজ্যের 'রকমারী খাদ্য উৎসব'।

১৮ এপ্রিল বাংলাদেশ, উত্তর-পূর্ব ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ট্যর অপারেটরদের নিয়ে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রগুলি বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান (চোত্তাখলা, বিলোনীয়া) সহ ছবিমুড়া, নীরমহল, সিপাহীজলা ও উদয়পুর ভ্রমণ করানোর পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যদিকে ১৯ এপ্রিল দুই দেশের মধ্যে পর্যটন শিল্পের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে ট্যুর অপারেটর, হোটেল মালিক এবং দুই দেশের পর্যটন আধিকারিকগণ মতবিনিময় সভায় মিলিত হবেন গীতা'লি পর্যটন আবাসের মিলনায়তনে। এই সার্বিক কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন সম্ভার ও সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে তুলে ধরা হবে। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের এমডি এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

অর্থনৈতিক ফ্রন্টে সম্পূর্ণ ব্যর্থ কেন্দ্র, তোপ সচিন পাইলটের

জয়পুর, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজস্থানের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সচিন পাইলট। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে সচিন বলেছেন, অর্থনৈতিক ফ্রন্টে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এই সরকার। সমস্যা সমাধানে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে নিশানা করে তিনি বলেছেন, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং কৃষকদের কোমর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে।

শুক্রবার রাজস্থানের আজমের-এ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সচিন পাইলট বলেছেন, 'অর্থনৈতিক দিক থেকে কেন্দ্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। শুধু কংগ্রেস নয়, গোটা দেশ মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরব।' আগামী বছরই রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচন সে প্রসঙ্গে সচিন পাইলট বলেছেন, 'আমরা রাজস্থানে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতার পালাবদলের ঐতিহ্য ভাঙতে বদ্ধপরিকর। নির্বাচনে আমরা জিতবই। এটা অসম্ভব নয়। ৩০ বছরের এমনটা হয়নি, কিন্তু এ বার, আমি বিশ্বাস করি যে আমরা যদি সঠিক পদক্ষেপ নিই, তাহলে কংগ্রেস আবার সরকার গঠন করবে।'

বুস্টার টিকা

● প্রথম পাতার পর

(আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ৪,৫৩,৫৮২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭৯,২৯,৬৩,০৩৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৪,৫৩,৫৮২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,১০৯ জন।

চালক

● প্রথম পাতার পর

মোট ৫৯টি প্যাকেটে ১০ কেজি করে ৫৯০ কেজি গাঁজা মিলেছে। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। সাথে গাড়ির চালক সুবোধ দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নেশা বিরোধী অভিযান এভাবে আগামী দিনেও জারি থাকবে।

দেশের পরিস্থিতি এখন ভীষণ খারাপ বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): বর্তমানে দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে, দেশকে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অভিযোগ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার দিল্লিতে আরজেডি নেতা শরদ যাদবের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন রাহুল গান্ধী। দু"জনের মধ্যে নানা বিষয়ে কথা হয়েছে। পরে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'দেশকে একত্রিত করতে হবে আমাদের।'

কেন্দ্রকে এদিন একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ করেছেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেছেন, 'অর্থনীতিবিদ এবং আমলারা অন্যান্য দেশের দিকে তাকিয়ে নিজেদের পরিকল্পনা তৈরি করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন আমাদের তাঁদের মতো হতে হবে। এটা এভাবে করা যাবে না। প্রথমত আমাদের বুঝতে হবে আমরা কারা এবং এখানে কী ঘটছে। তারা মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে ভয়ঙ্কর ফলাফল আসবে।' রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'আপনারা ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং কর্মসংস্থানের বিষয় কল্পনাও করতে পারবেন না। এ দেশের কর্মসংস্থান কাঠামো, মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা, ছোট দোকানদার, অনানুষ্ঠানিক সেক্টর আমাদের মেরুদণ্ড।'

মিডিয়ার বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেছেন, 'বিগত ২-৩ বছরে মিডিয়া, ইনস্টিটিউশন, বিজেপি নেতারা, আরএসএস সত্যকে গোপন করেছে। ধীরে ধীরে সত্য বেরিয়ে আসবে। শ্রীলঙ্কায় তাই হচ্ছে। সেখানেও বেরিয়ে এল সত্য। ভারতেও সত্য বেরিয়ে আসবে। সরকার বাস্তবতা মানছে না। আমি তাদের বলছি বাস্তবতা মেনে নিতে কারণ তারা যদি তা না করে এবং নিজেদের প্রস্তুত না করে, পরিস্থিতি খারাপ হলে তারা প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবে না।

ক্রাইম ব্রাঞ্চ

● প্রথম পাতার পর

তাঁর বিরুদ্ধে ক্রাইম ব্রাঞ্চ চার্জশিট জমা দিয়েছে। ফলে, খুব শীঘ্রই তিনি গ্রেফতার হতে পারেন, এমনটা মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র করের বিরুদ্ধে বোধজংনগর থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল ২০২১ সালের ২রা জুলাই। এফআইআর নম্বর ২০২১বিজেএন০২৯। পুলিশ এফআইআর মূলে মামলা নেয় এবং তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয় ক্রাইম ব্রাঞ্চকে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ মামলার তদন্ত করে ইউএস ১৩(২) আর/ডব্লিও ১৩(১) (ই) দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে পবিত্র করের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে চলতি বছরের ৬ এপ্রিল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

গবেষক ছাত্রের মৃত্যুর প্রতিবাদে আন্দোলনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

নদিয়া, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ বা আইজারের (আইআইএসইআর) হরিণঘাটা ক্যাম্পাসে গবেষক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নদিয়া-রানাঘাট শাখার কর্মীরা। ৭২ ঘন্টার মধ্যে দোষীকে গ্রেফতার করতে হবে। মূলত এই দাবি নিয়ে শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথের সামনে চলে বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় কোনও তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবিও তোলে তারা। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল সংগঠনের পতাকা এবং বিভিন্ন দাবি-সম্বলিত প্ল্যাকার্ড। বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন, কর্তৃপক্ষ কী তদন্ত করছে, তা প্রকাশ্যে আনা হোক। তাঁদের প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল 'গবেষকের মৃত্যু, দেশের মৃত্যু', 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফর শুভদীপ রায়', 'শুভদীপ রায়ের হত্যাকারীদের শাস্তি চাই' তদন্ত যখন নীরব, কেমন যেন আরএসএস আরএসএস গন্ধ' প্রভৃতি শ্লোগান।

শরদ পওয়ারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ, তাঁর মেয়েকে ঘেরাও

মম্বুই, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : শুক্রবার মহারাষ্ট্র স্টেট ট্রান্সপোর্টের কর্মীরা 'মারাঠা স্ট্রংম্যান' শরদ পওয়ারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়েন পওয়ারের কন্যা তথা সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে। বিক্ষোভকারীরা সংসদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন মহারাষ্ট্র স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের প্রায় ১০০ কর্মী দক্ষিণ মুম্বইতে পওয়ারের বাড়ি ঘেরাও করেন। পাওয়ারের বিরুদ্ধে তাঁরা স্লোগান দেন। তাঁদের দাবি, এমএসআরটিসি-কে পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। অভিযোগ, বার বার এই দাবি জানানো সত্ত্বেও পওয়ার তাতে কান দিচ্ছেন না।

ইন্দ্রনগরে

● প্রথম পাতার পর

সংঘটিত করেছে বলেও স্বীকার করেছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য ইন্দ্রনগর সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে গত বেশ কিছুদিন ধরেই চুরির ঘটনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পুলিশের ভূমিকায় স্থানীয় জনগণ অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি উঠেছে।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

আর কে পুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশের হস্তক্ষেপে আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলেও যেকোনো সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয় জনগণ এ বিষয়ে জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান সহ অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

এলাকাবাসী জানান, উন্নয়নের কাজে তারা কোনদিন বাধা দিতে চান না। কিন্তু জনগণের অসুবিধা সৃষ্টি করে উন্নয়নের কাজ করতে দেয়া হবে না। উন্নয়ন যেহেতু জনগণের স্বার্থেই সেহেতু জনগণের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করেই টাওয়ার বসাতে হবে বলেও তারা দাবি করেছেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৭ থেকে ১৩ এপ্রিল দেশব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করছে সিপিআই(এমএল)

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ এপ্রিল ।। পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করার ডাক দিয়েছে সিপিআই(এমএল), কেন্দ্রীয় কমিটি।সম্প্রতি ৪ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর এখনো পর্যন্ত ১৫ বার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। ত্রিপুরায় প্রতি লিটার পেট্রোল ও ডিজেল যথাক্রমে ১১০ টাকা ও ৯৭ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। রান্নার গ্যাসের ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডার পিছু দাম ১১১০ টাকা। ভারতে জ্বালানির এই চরম মূল্যবৃদ্ধি শুধুমাত্র প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে নয়, এমনকি মাথাপিছু বেশী আয় সম্পন্ন মার্কিন দেশের চাইতেও বেশী। খুচরা মূদ্রাস্ফীতি ৬"০৭ু। বাজারে ঔষধের দাম আকাশছোঁয়া।

এর প্রধান কারণ একদিকে কেন্দ্রীয় মোদি সরকার জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে তা তেল কোম্পানির হাতে ছেড়ে দিয়েছে এবং অন্যদিকে জ্বালানির উপর অন্তঃশুল্ক চাপিয়ে দিয়েছে। অথচ দেশের কর্পোরেটদের উপর ও ধনীদের উপর হাজার হাজার কোটি টাকার কর ছাড় দিয়েছে। আর এর ফলে সমস্ত করের বোঝা দেশের বেশীর ভাগ গরীব ও সাধারণ জনগণকে মেটাতে হচ্ছে। বিজেপি ও সংঘ পরিবার নিজেদের দলীয় নির্বাচনী তহবিল স্ফীত করার স্বার্থে এই কাজ করছে। আর এখন দেখা যাচ্ছে রাশিয়ার কাছ থেকে মাত্র ৩৫ ডলার প্রতি ব্যারেল কাঁচা তেল কিনবে ভারত।যা ৬৫ু কম পড়বে। এতে তেল কোম্পানি ও বিজেপি -র বিরাট লাভ হবে। আর এই ধান্দা কর্পোরেট পুঁজিবাদের সাথে অসৎ পথে জোটবদ্ধ হয়ে মোদি সরকার ও সংঘ পরিবার দেশের জনগণের বিরুদ্ধে এক আর্থিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।যার ফলে দেশব্যাপী খাদ্য,ঔষধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চরম মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। তীব্র বেকারত্ব বৃদ্ধি,কর্মের অনিশ্চয়তা,চুক্তিবদ্ধ ও অনিয়মিত মজুরি এবং মূল্যবৃদ্ধি দেশকে আর্থিক মন্দার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে।

পাশাপাশি ৪ রাজ্যে নির্বাচনে জয়লাভের পরে দেশে ফ্যাসিবাদী হামলা আরো তীব্র ও আক্রমণাত্মক করে তুলেছে। অ-বিজেপি শাসিত রাজ্য যেমন ঝাড়খন্ড, মহারাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। বিহারে সরকার চালাতে বিজেপি চালকের আসনে জেডিইউ ও নীতিশকে পুতুল হিসাবে ব্যবহার করছে। দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসা আরো বেশী তীব্র করে জনগণের মধ্যে বিভাজন কায়েম করে রেখেছে। আমাদের রাজ্যে বিরোধীদের উপর হামলা তীব্র করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে সিএএ বিরোধী সমান নাগরিকত্বের দাবিতে মুসলিম নারীদের আন্দোলন, ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের মত রাস্তায় জনগণের আন্দোলনই দেশে একমাত্র কার্যকরী বিরোধী পক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই ফ্যাসিবাদী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের উপর অন্তঃশুল্ক কমাও। ধনীদের উপর শুল্ক বৃদ্ধি কর। খাদ্য, ঔষধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম কর। সরকারি সমস্ত শূণ্যপদ পূরণ কর। নতুন শূণ্যপদ সৃষ্টি কর। মনরেগা ও টুয়েপ প্রকল্পে বছরে ২০০ দিনের কাজ ও ৭০০ টাকা দৈনিক মজুরি দাও - এই দাবিতে প্রতিটি পার্টি কমিটি ইতিমধ্যে রাস্তায় নেমেছে। জনগণের মধ্যে গিয়ে এই দাবিতে সোচ্চার হতে ও প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানানো হচ্ছে সিপিআই(এমএল) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পার্থ কর্মকার এক প্রেস বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

রইস্যাবাড়ি কমিউনিটি হলে শুক্রবার অল ত্রিপুরা গভঃ ডক্টর্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে টিটিএডিসির সহযোগিতায় একটি মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরে ১৩১০ জনকে চিকিৎসা পরিষেবা দেয়া হয়েছে। শতাধিক আল্ট্রাসনোগ্রাফীও করা হয়েছে এই শিবিরে। তাছাড়া দুই শতাধিক মানুষ ব্লাড সুগার পরীক্ষা করিয়েছেন।

শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

গেছে দুর্ঘটনায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকের একটি পা ভেঙ্গে গেছে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

দুর্ভোগ

● প্রথম পাতার পর

হুঁশিয়ারি দিয়েছে। স্থানীয় অভিভাবকরা জানিয়েছেন, কালি কুমার পাড়া স্কুলে দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষক সংকট চলছে। স্থানীয় অভিভাবকদের তরফ থেকে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষা দপ্তরের কাছে বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না। উপরন্তু একজন শিক্ষককে অন্যত্র বদলির নির্দেশ দেওয়া হয় পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে। শিক্ষকদের প্রতিবাদ এই ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের শামিল হয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন।

পলাতক

● প্রথম পাতার পর

স্ত্রীকে ধর্মনগরে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখানে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে গৃহবধূর বাবার বাড়ির লোকজন হাসপাতালে ছুটে আসেন।

আহত গৃহবধূর বাবার বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ, সাবিনার শ্বশুর তাকে প্রায়শই গালিগালাজ করতো। সেকারনে সাবিনাকে নিয়ে আলাদা থাকতো তার স্বামী। তারপরও ধারালো অস্ত্র দিয়ে শ্বশুর তাকে প্রাণে মারতে চেয়েছিল। তাদের অভিযোগ, পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই ঘটনা।গোটা ঘটনায় কালাছড়া এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। তবে কদমতলা থানায় খবর দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত কদমতলা থানার পুলিশের দেখা পাওয়া যায়নি বলে খবর। স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন গৃহবধুর আত্মীয় পরিজন।

উদ্যোগ

● আটের পাতার পর

চেয়ারম্যান কমল কান্তি সেন ও বিলনীয়া শাখার মেনেজার মৃদুল দাস ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বকুল দেবী দেবনাথ, ভারতের চন্দ্রনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, দক্ষিণ জেলা কো-অপারেটিভ সেলের কনভেনার ভুলন ধর সহ অন্যান্যরা। আজকের এই আলোচনা সভার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তুলে ধরেন ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান কমল কান্তি সেন।

বিতরণ

● আটের পাতার পর

করে গড়ে তোলা যায়। সেলাই মেশিন এবং রিক্সাতে স্বাভাবিকভাবেই খুশি সুবিধাভোগীরা। বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোঁপ আজকের এই অনুষ্ঠানের লক্ষ এবং উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। আগামী দিনে এই ভাবেই আরো ব্যাপক ভাবে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। আজকের এই অনুষ্ঠানে পুর পরিষদের সকল পারিষদ গন উপস্থিত ছিলেন।

াঙ্গন

ম্যাচসেরা গিল, গুজরাটের জয়ের নায়ক তেওয়াতিয়া

বল হাতে ১ ওভারে ২৪ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। ব্যাট হাতে ৩ বলে করেছেন অপরাজিত ১৩ রান। ম্যাচসেরা হওয়ার মতো কোনো পারফরম্যান্স নয় এটা। কিন্তু গুজরাট টাইটানসের জয়ের নায়ক বলতে হবে রাহুল তেওয়াতিয়াকে। ম্যাচের শেষ দুই বলে টানা দুটি ছয় মেরে গুজরাটকে জিতিয়েই যে মাঠ ছেড়েছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। তবে ৫৯ বলে ১১ চার ও ১ ছয়ে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে গুজরাটের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছেন ওপেনার শুবমান গিল। ম্যাচসেরার পুরস্কারও জিতেছেন ভারতের এ ব্যাটসম্যান। ১৯০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩২ রানে ম্যাথু ওয়েডকে হারায় গুজরাট। এরপর সাই সুদর্শনকে সঙ্গে নিয়ে দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যেতে থাকেন গিল। ১৪.৪ ওভারে দলকে ১৩৩ রানে রেখে সুদর্শন আউট হওয়ার দ্বিতীয় উইকেটে তাঁকে নিয়ে তুলেছেন ১০১ রান। যেখানে গিলের অবদান ৩৮ বলে ৬৪। এরপর হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে তৃতীয় উইকেট জুটিতে তুলেছেন ২৬ বলে ৩৭ রান। ১৮.৫ ওভারে গিল যখন আউট হয়ে ফেরেন, গুজরাটের রান ৩ উইকেটে ১৭০। সেই ওভারের শেষ বলে ১ রান নেন ডেভিড মিলার। শেষ ওভারে গুজরাটের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ১৯ রানের। উইকেটে পান্ডিয়া আর মিলার ছিলেন। ওডিন স্মিথ প্রথম বলটাই ওয়াইড দেন। পরের বলে আউট হয়ে ফেরেন পান্ডিয়া। উইকেটে আসেন তেওয়াতিয়া।

স্মিথের করা দ্বিতীয় বল থেকে ১ রানই নিতে পারেন তিনি। সেই সময় ডাগআউটে নিজের আউটের জন্য নিজেকেই যেন শাপশাপান্ত করছিলেন পান্ডিয়া। চেয়ারে না বসে এদিক—ওদিক মাথা ঝোঁকাচ্ছিলেন তিনি। পরের বলে মিলার চার মারলে একটু শান্ত হন পান্ডিয়া। চতুর্থ বলে ১ রান নেন মিলার, স্ট্রাইকে যান তেওয়াতিয়া। পান্ডিয়া তখন হতাশায় নুয়েই পড়েছিলেন। শেষ ২ বলে যে ১২ রান দরকার পড়ে গুজরাটের। কিন্তু সবাইকে অবাক করে শেষ দুই বলে দুটি ছক্কা মেরে দেন তেওয়াতিয়া। গুজরাটও ৬ উইকেটের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে। এর আগে পাঞ্জাব ৯ উইকেটে ১৮৯ রান তুলতে পারে লিয়াম লিভিংস্টোনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে। আগের ম্যাচে ৬০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে পাঞ্জাব কিংস একাদশে জায়গা পাকা করেন লিভিংস্টোন। কালও একই ছন্দে দেখা গেল এই ইংলিশ ব্যাটসম্যানকে। গুজরাটের বিপক্ষে কাল পাঞ্জাবের ইনিংস একাই টেনেছেন, দলের বিপদে খেলেছেন ২৭ বলে ৬৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। ৭টি চার ও ৪টি ছক্কায় সাজানো লিভিংস্টোনের ইনিংসে ভর করেই পাঞ্জাব চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়তে পেরেছে। মুম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই মায়াঙ্ক আগারওয়াল ও জনি বেয়ারস্টোর উইকেট হারায় পাঞ্জাব।

এরপর শিখর ধাওয়ানকে নিয়ে ৫২ রান যোগ করেন লিভিংস্টোন। রশিদ খানের স্পিনে ধাওয়ান ৩৫ রান করে আউট হলেও লিভিংস্টোন রানের গতি কমতে দেননি। ১৬তম ওভারে রশিদের বলে মিড উইকেট দিয়ে ছক্কা মারার চেষ্টায় ক্যাচ আউট হন লিভিংস্টোন। এরপর রাহুল চাহার এসে যোগ করেন ১৪ বলে ২২ রান।

ম্যাচের পর দুই কোচের মারামারি, এরপর থানা—পুলিশ

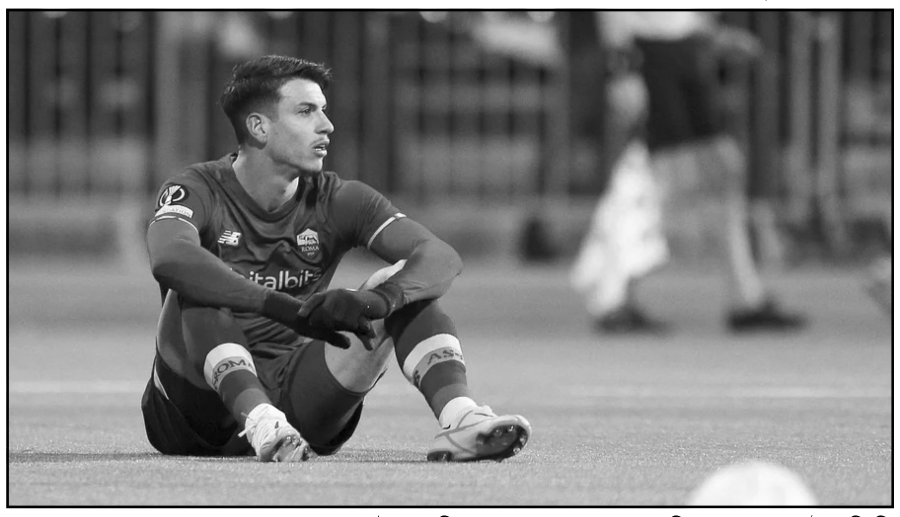

নরওয়ের ক্লাব বোদো এএস রোমার গোলকিপিং কোচ নুনো সান্তোসের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে। ম্যাচ শেষে নাকি সান্তোস প্রথমে বোদোর প্রধান কোচ কেতিল ক্নুৎসেনকে গালিগালাজ করেছেন, এরপর ঘাড় ধরে দেয়ালে ঠুকে দিয়েছেন! দুই কোচের এই বচসার ঘটনাটি ঘটেছে ইউরোপা কনফারেন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বোদোর কাছে রোমা ২-১ গোলে হেরে যাওয়ার পর। ম্যাচ শেষে দুই দলের ডাগআউটে শুরু হয় উত্তেজনা। সেই উত্তেজনা গড়ায় টানেল পর্যন্ত। নিজেদের মাঠে জয়ের পর বোদোর কোচ ক্নুৎসেন টানেল দিয়ে যাওয়ার সময় রোমার গোলকিপিং কোচ সান্তোস নাকি তাঁর দিকে তেড়ে আসেন। প্রথমে তিনি ক্নুৎসেনকে গালিগালাজ করেন। এরপর ঘাড় ধরে দেয়ালে ধাক্কা মারেন। ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে রোমার অধিনায়ক লরেনৎসো পেল্লেগ্রিনি অবশ্য অভিযোগ করেছিলেন, ক্নুৎসেন তাঁদের গোলকিপিং কোচকে অপমান-অপদস্থ করার পাশাপাশি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছেন। কাল বোদোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফ্রোদে থমাসেন বলেছেন, 'নুনো সান্তোসের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। তিনি কেতিল ক্নুৎসেনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছেন।' ক্লাব এ—ও বলেছে, এসবের ভিডিও তাদের কাছে আছে। তাহলে পেল্লেগ্রিনি যে ক্নুৎসেনের বিরুদ্ধে সান্তোসকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ করলেন? এ নিয়ে ক্নুৎসেন বলেছেন, 'টানেলে আমার ওপর শারীরিকভাবে আক্রমণ হয়েছে। সে আমার গলা চেপে ধরে এবং দেয়ালে ঠুকে দেয়। আমার তো নিজেকে বাঁচাতে হবে, না?' তাহলে কি নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে সান্তোসকে দু-চার ঘা দিয়েছিলেন ক্নুৎসেন! এখন দেখা যাক, পুলিশের তদন্তে কী বেরিয়ে আসে।

নিলামে উঠতে চলেছে মারাদোনার ঐতিহাসিক 'হ্যান্ড অব গড' জার্সি

মেক্সিকোয় ১৯৮৬ বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচের প্রসঙ্গ উঠলেই ভেসে ওঠে দিয়েগো মারাদানোর হাত দিয়ে 'হ্যান্ড অব গড' গোল করার সেই দৃশ্য। সেই ম্যাচে ফুটবল রাজপুত্র যে ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলেছিলেন, এ বার তা নিলামে উঠছে! ন্যূনতম দর রাখা হয়েছে ৪ মিলিয়ন পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪০ কোটি টাকা)। ২০ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত অনলাইনে হবে এই নিলাম।আর্জেন্টিনার কাছে ১-২ গোলে হেরেই বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল ইংল্যান্ডের। সেই ম্যাচে জোড়া গোল করেছিলেন মারাদোনা। পাঁচ ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে করা তাঁর দ্বিতীয় গোলটি ২০০২ সালে ফিফার বিচারে শতাব্দীর সেরা গোলের মর্যাদা পায়। ঐতিহাসিক এই ম্যাচের পরেই মারাদোনার সঙ্গে জার্সি বদল করেছিলেন ইংল্যান্ডের মিডফিল্ডার স্টিভ হজ। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ইংল্যান্ডের পেনাল্টি বক্সের মধ্যে লাফিয়ে উঠে গোলরক্ষক পিটার শিল্টনের মাথার উপর দিয়ে হাত দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দিয়েছিলেন মারাদোনা। ইংল্যান্ডের ফুটবলাররা হ্যান্ড বলের দাবি জানালেও রেফারি মনে করেছিলেন, হেড করেই গোল করেছিলেন আর্জেন্টিনীয় কিংবদন্তি।

পরে মারাদোনা নিজেই বলেছিলেন, "মারাদোনার হেড ও ঈশ্বরের হাত রয়েছে এই গোলের নেপথ্যে।" এই বিতর্কিত গোলের মিনিট চারেকের মধ্যে ক্রীড়াপ্রেমীরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন মারাদোনার পায়ের জাদুতে। নিজেদের অর্ধ থেকে বল নিয়ে পাঁচ ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে শিল্টনকে পরাস্ত করে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। ফাইনালে পশ্চিম জার্মানিকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বসেরা হয়েছিল আর্জেন্টিনা।মারাদোনার 'হ্যান্ড অব গড' জার্সি নিলামের দায়িত্বে থাকা ব্রাহাম ওয়াচার বলেছেন, "এই ধরনের সামগ্রী সংগ্রহ করতে যারা আগ্রহী, তাদের তালিকাটা দীর্ঘ। ব্যক্তিগত ভাবেও কেউ সংগ্রহ করতে পারে। আবার কোনও সংগ্রহশালায় তরফেও নিতে পারে। এমনকি, কোনও ক্লাবও এই ধরনের অমূল্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে।"

আইপিএলের নিয়ম ভাঙায় শাস্তি পেলেন কলকাতার রানা, মুম্বইয়ের বুমরা

এ যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া। কলকাতার কাছে হারের পরে এ বার শাস্তি পেলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বোলার যশপ্রীত বুমরা। অবশ্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটার নীতীশ রানাকেও। দুই ক্রিকেটার আইপিএলের নিয়ম ভেঙেছেন। তাই তাঁদের আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি সতর্ক করা হয়েছে।আইপিএলের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতা-মুম্বই ম্যাচ চলাকালীন প্রতিযোগিতার নিয়ম ভেঙেছেন বুমরা। তিনি আইপিএল কোড অব কন্ডাক্টের লেবেল ১ ধারার অপরাধ করেছেন। সেই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বুমরা। তার পরেই তাঁর ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। মৌখিক ভাবে সতর্কও করা হয়েছে বুমরাকে।ঠিক একই ভাবে কেকেআর-এর ব্যাটার রানাও আইপিএল কোড অব কন্ডাক্টের লেবেল ১ ধারার অপরাধ করেছেন। তাই ম্যাচের পরে তাঁকেও সতর্ক করেছেন আধিকারিকরা। রানারও ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নিজের দোষ স্বীকার করেছেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। বুমরা ও নীতীশ ঠিক কী নিয়ম ভেঙেছেন তা আইপিএলের তরফে জানানো হয়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, মাঠের মধ্যে বা ডাগ আউটে থাকাকালীন কোনও বিতর্কে জড়ান তাঁরা।

বেঞ্জেমার তাণ্ডবে ঝলমলে রিয়াল, হেরে গেল বায়ার্ন

এই মরসুমে তিনি রয়েছেন স্বপ্নের ছন্দে। বুধবার স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ফের ঝলসে উঠলেন করিম বেঞ্জেমা। উপহার দিলেন চোখধাঁধানো হ্যাটট্রিক। তাঁর দাপটে ঘরের মাঠে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল টমাস টুহলের চেলসি। অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩-১ গোলে এগিয়ে থাকার সুবাদে সেমিফাইনালে ওঠা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদের। চেলসির ভবিষ্যৎ নিয়ে সঙ্কট অব্যাহত। শেষ পর্যন্ত নতুন মালিক হিসেবে কে বা কারা এই ক্লাবের দায়িত্ব তুলে নেবেন, তা নিয়ে চর্চা অব্যাহত। তারই মধ্যে বুধবারের একপেশে ম্যাচে রিয়াল প্রথম ধাক্কা দেয় ম্যাচের ২১ মিনিটে। ব্রাজিলীয় তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়রের বাড়ানো বল ধরে গোল করে যান ফরাসি স্ট্রাইকার। তিন মিনিটের মধ্যে ফের গোল। এ বার গোলের বল সাজিয়ে দেন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ।বিরতির আগে জার্মান তারকা কাই হার্ভাৎজ গোল করে চেলসিকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তবে সেই প্রয়াস সফল হয়নি। ৪৬ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে ফেলেন বেঞ্জেমা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এই নিয়ে চার নম্বর হ্যাটট্রিক হয়ে গেল বেঞ্জেমার। তবে রিয়ালের জয়ের রাতে বড় ধাক্কা খেয়েছে টমাস মুলারদের বায়ার্ন মিউনিখ। অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা ০-১ হেরে গিয়েছে ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে। ম্যাচের আট মিনিটে গোল করে যান নাইজিরিয়ার ২৫ বছরের উইঙ্গার আর্নট দানজুমা। ফলে শেষ চারে ওঠা নিশ্চিত করতে হলে ঘরের মাঠে জিততেই হবে রবার্ট লেয়নডস্কিদের। এ দিকে, মঙ্গলবার ৫-৫-০ ছকে দল সাজিয়েও শেষরক্ষা করতে পারলেন না দিয়েগো সিমিয়োনে। ভয়ঙ্কর রক্ষণের জঙ্গল ভেঙে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে মূল্যবান এবং কাঙ্ক্ষিত জয় এনে দিলেন কেভিন দ্য ব্রুইন। ম্যাচ শেষ হওয়ার ২০ মিনিট আগে নিজের পঞ্চাশতম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচে খেলতে নামা বেলজিয়াম তারকা গোল করে স্বস্তি ফেরালেন দলের। গোলের নেপথ্যের কারিগর ফিল ফডেন। পরিবর্ত হিসেবে নেমে তিনি রেইনিলডোর পায়ের ফাঁক দিয়ে অবিশ্বাস্য থ্রু বাড়িয়েছিলেন ব্রুইনকে। বেলজিয়াম তারকা সেই বল ধরে বাকি কাজ হাসিল করতে ভুল করেননি।ম্যাচের পরে পেপ যে ভাবে উৎসব মাতেন, তাতেই পরিষ্কার যে এই ম্যাচ জিতে তিনি কতটা তৃপ্ত। আগামী ১৩ এপ্রিল দু'দলের ফিরতি ম্যাচ মাদ্রিদে। সম্ভবত সেই কারণেই সিমিয়োনে মঙ্গলবারের ম্যাচ যে কোনও ভাবে ড্র রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।ম্যাচের শুরু থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, গোলের জন্য ম্যান সিটিকে রীতিমতো কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। কারণ আতলেতিকো রক্ষণে কোনও ফাঁকই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আক্ষরিক অর্থে দশ জন মিলে ম্যান সিটিকে রুখে দিতে প্রাণপাত করেছে মাদ্রিদের ক্লাব। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে প্রবল গতিতে প্রতিআক্রমণের কৌশল নিয়ে ম্যান সিটিকেই চাপে ফেলে আতলেতিকো। কিন্তু সেই চাপ কাটিয়ে ম্যান সিটিই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।গুয়ার্দিওলা প্রথম পর্বের ম্যাচ জিতে খুশি। বলেছেন, "একঅবিশ্বাস্য কঠিন প্রতিপক্ষকে হারিয়েছি। যাদের রক্ষণ কার্যত ভেদই করা যায় না। তাই ওদের বিরুদ্ধে ১-০ ফলকেও আমি ভাল বলব। চেষ্টা করব, মাদ্রিদেও যেন আমরাই ম্যাচটা বার করতে পারি। নিজেদের সমস্ত আবেগ এবং আনন্দকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।" যোগ করেছেন, "তবে আমরা আরও দু'টি গোল প্রায় করে ফেলেছিলাম। দশ জনকে দিয়ে রক্ষণ করাচ্ছে এমন একটা দলের বিরুদ্ধে সুযোগ তৈরি করাটাও বিরাট ব্যাপার। এমনিএ ভেবেছিলাম ওরা ৩-৫-২ ফর্মেশনে খেলবে। তাই প্রাগৈতিহাসক সময়ের ৫-৫-০ ফর্মেশনে খেলতে দেখে সত্যিই চমকে গিয়ছিলাম। যা যে কোনও দলের আক্রমণই ভেঁতা করে দেওয়া ক্ষমতা রাখে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PNIT NO: e-PT-II /EE/RD/ABS/2022-23 DATED-05/0412022

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District. Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3**.00 P.M.** on 1**8/04/2022** for Procurement of Course and Black Sand under RD Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

[Er.B. Sutradhar]
Executive Engineer
R.D Ambassa Division

ICA-C-093/22-23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/EE/PWD(R&B)/AMB/2022-23 Dt. 04-04-2022

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the `Governor of Tripura', invites online percentage rate / itom=rate e-tender in single bid / two-bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 04/DNIT/SE-V/AMB/2022-23	35,95,426.00	71,909.00	120 (One Hundred Twenty) days
2.	DNIeT No: 05/DNIT/SE-V/AMB/2022-23	35,61,329.00	71,227.00	120 (One Hundred Twenty) days
3.	DNIeT No: 06/DNIT/SE-V/AMB/2022-23	35,61,329.00	71,227.00	120 (One Hundred Twenty) days

- Date of publishing of bid Date 07-04-2022
- Last date and time for document downloading and bidding Up to 15.00 Hrs on 28-04-2022
- Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 28-04-2022
- Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders gov.in
- Class of tenderer ; Appropriate Class
- Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically

For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

(Er. S. Debbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD (R & B)
Ambassa, Dhalai Tripura

ICA-C-089/22-23

পশ্চিমবঙ্গবাসীকে সমান চোখে দেখার মানসিকতা রাখুন, তোপ বিপ্লব দেবের

দুর্গাপুর, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : 'বাংলায় রাজনীতির রং দেখে সরকারি সুবিধা দেওয়া হয়। বিরোধীদের বঞ্চনা করা হয়। তাই তৃণমূল ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি রাজ্যবাসীকে সমানচোখে দেখার মানসিকতা রখুন।' শুক্রবার আসানসোল লোকসভায় দলীয় প্রার্থীর প্রচারে এসে অন্ডাল বিমানবন্দরে এভাবে তোপ দাগলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরার নির্বাচনে র‍্যাগিং ও সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূল। এখনও পশ্চিমবাংলার নির্বাচনে সেই প্রসঙ্গে টানে তৃণমূল। তৃণমূলের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বলেন,"ত্রিপুরাকে ছোট করবেন না, অপমানও করবেন না। ত্রিপুরায় কিভাবে ভোট হয়, ত্রিপুরার মানুষ জানে। কিছুদিন আগে রাজ্যসভার ভোট হয়েছে। বিধায়করা ভোট দিয়েছে।" তিনি আরও বলেন," দেশের প্রধানমন্ত্রী সব রাজ্যকে সমান ভাবে দেখেন। তাছাড়া নরেন্দ্র মোদী সব নেতাকে সমানভাবে দেখেন। তাই আজ বিপ্লব দেবকে মানুষ চিনেছে জেনেছে।" তিনি আরও বলেন," সরকারি সুবিধা প্রদানেও এরাজ্যে রাজনীতির রং দেখে তৃণমূল সরকার। তাই তৃণমূল ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি, রাজ্যবাসীকে সমান চোখে দেখুন।" রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত প্রসঙ্গে বিপ্লব দেব বলেন," আদালতকে সম্মান করা উচিত। আদালতের নির্দেশ সর্বোপরি। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলায় বিশ্বাস নেই। যেখানে বার বার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলায় আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। প্রশ্ন আমরা তুলছি না। রাজ্যের আইনব্যাবস্থা তুলছে।"

কল্যাণপুরে রেশন কার্ডে আধার সংযুক্তিকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৮ এপ্রিল ।। প্রত্যেক নাগরিকের রেশন কার্ড এর ই কে ওয়াই সি এর কাজ সুষ্ঠু ভাবে হচ্ছে কি না তা দেখতে আজ কল্যাণপুর সফর করেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার সাব ডিভিশনাল ফুড কন্ট্রোলার শুভঙ্কর চৌধুরী এবং ফুড ইন্সপেক্টর বুটটু দেববর্মা। বর্তমানে কল্যাণপুরের প্রতিটি রেশন শপে আধার কার্ড কে রেশন কার্ড এর সাথে সংযুক্তির কাজ চলছে। সারা রাজ্যেই রেশনে স্মার্ট কার্ড প্রদানের লক্ষে সেই কাজ চলছে। কন্ট্রোলার শুভঙ্কর চৌধুরী জানান যাদের কার্ড এখনো রেশন কার্ড এর সাথে সংযোগ হয় নি বা যাদের কার্ড মিসম্যাচ হয়ে আছে তাদেরকেই প্রথমে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান এই কাজ আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। রেশনিং ব্যবস্থা কে নুতন রূপ দেবার জন্যই এই উদ্যোগ। সবাই যাতে সময়ের মধ্যে এই কাজটুকু করান তার আবেদন রাখেন ফুড কন্টোলার। তবে এই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন রেশন শপ নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে.। সমস্যা দেখা দিচ্ছে আধার কার্ড নিয়ে। দেখা যাচ্ছে অনেকেরই আধার কার্ড আপডেট নেই। কারো কার্ডে আবার নাম ভুল। সেগুলো সংশোধন করাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে আমেরিকা যাচ্ছেন জয়শংকর ও রাজনাথ, তুঙ্গে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে বারবার সুর চড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থান বদলাতেও চাপ এসেছে মার্কিন মুলুক থেকে। সম্প্রতি ভারতে এসে মার্কিন প্রতিনিধি রীতিমতো হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, ভারত যদি রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাড়ায়, তাহলে সেটা মোটেই ভাল চোখে দেখবে না তারা। এহেন পরিস্থিতিতেই আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। আগামী ১১ এপ্রিল ওয়াশিংটনে তাঁরা বৈঠক করবেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টণি ব্লিঙ্কেন এবং প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিনের সঙ্গে। ২০২০ সালের পরে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়নি।

ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন, "এই বৈঠকের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করা হবে। ভারত এবং আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করবেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা।" সূত্রের খবর, আলোচনায় উঠতে পারে ইউক্রেন প্রসঙ্গও। যুদ্ধের প্রেক্ষিতে যেভাবে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পালটে গিয়েছে, সেই বিষয়ে কথা হতে পারে দুপক্ষের মধ্যে। কিভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সামলানো যাবে তাও আলোচনার বিষয় হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পরিষদে রাশিয়াকে সাসপেন্ড করার প্রস্তাবে ভোট দেয়নি ভারত। রাশিয়াকে শেষ পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয় মানবাধিকার পরিষদ থেকে। ভারতের নিরপেক্ষ অবস্থান এক্ষেত্রে রাশিয়ার বিরুদ্ধে গিয়েছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

বাইখোড়ায় গ্রেপ্তার গাঁজা ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ এপ্রিল ।। লক্ষীছড়া এডিসি ভিলেজথেকে এক গাঁজা ব্যাবসায়ীকে আটক করলো বাইখোড়া থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরনে জানাযায় গত ৪ ঠা এপ্রিল লক্ষীছড়া এডিসি ভিলেজ থেকে বিপুল পরিমানে গাঁজা সহ দুইজককে আটক করলো বাইখোড়া থানার পুলিশ।

পরবর্তীসময় বাইখোড়া থানার নবনিযুক্ত ওসি সঞ্জয় দাস অভিযুক্ত দুইজনকে আদালতে পেশ করে তদন্তের জন্য তিন দিনের রিমান্ডে নিয়ে আসেন। রিমান্ডে এনে অভিযুক্ত অমর দাস ও দিলীপ শুক্লদাসকে জিজ্ঞাসাবাদে অপর একজনের নাম উঠে আসে।

গাঁজা ব্যাসয়ীদের দুইজনের কথা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলায় লক্ষীছড়া এডিসি ভিলেজ থেকে সুমন দত্ত নামে এক ব্যক্তিকে আটক করলো বাইখোড়া থানার পুলিশ। গাঁজা পাচারের সঙ্গে এই অভিযুক্তকে শুক্রবার বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে প্রেরন করা হবে।

এই অভিযান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান বাইখোড়া থানার ওসি সঞ্জয় দাস। সঞ্জয় দাস বাইখোড়া থানায় আসার পর এই প্রথম অভিযান। এই অভিযানে তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। সকলে আশাবাদী তিনি সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অপরাধ দমনে কাজক রে যাবেন। এখন দেখার বিষয় সঞ্জয় দাস লোকজনের আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে কতটুকু সক্ষম হন।

আক্রান্ত তিন সাংবাদিক, বিলোনীয়া থানায় গেলেন আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ এপ্রিল ।। গত পয়লা এপ্রিল রাতে নেশাখোর এবং নেশা বিক্রেতাদের হাতে আক্রান্ত হয় বিলোনিয়ার তিন জন সাংবাদিক। তাদের কুকর্মকে ঢাকতে সাংবাদিকদের গাড়ি চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করে। এতে কোনরকম বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে কোনক্রমে বেঁচে যায় তিন সাংবাদিক। পরবর্তী সময়ে পুলিশকে ঘটনা জানালে বিলোনিয়া থানার পুলিশ গাড়ি সমেত নেশাখোর এবং নেশা বিক্রেতা অনুপ পাল কে আটক করে।

ঘটনা জানিয়ে সাংবাদিকরা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে বিচার চেয়ে বিলোনিয়া থানায় অনুপ পালের নামে লিখিতভাবে অভিযোগ জানায়। কিন্তু পরের দিন রাতে কোন রকম ব্যবস্থা না নিয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ অনুপ পাল কে ছেড়ে দেয়। এই ঘটনায় সাংবাদিক মহলে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে পরবর্তী সময়ে নেশা সংক্রান্ত আইনে তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। আজ এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে এবং নেশা কারবারি অনুপ পালের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিলোনিয়া থানায় আসেন সর্বভারতীয় জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তথা আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুরজিত পাল। বিলোনিয়া এসে সরাসরি বিলোনিয়া থানাতে গিয়ে ওসি সিঁথিকান্ত বর্ধন এর সাথে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ সম্পর্কে অবহিত হন এবং এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে দোষীকে গ্রেফতার এবং উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের কথা বলেন। এ বিষয় নিয়ে ৩ সাংবাদিক সহ বিলোনিয়া সকল সাংবাদিকের সাথে ঘটনা সম্পর্কে জেনে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তবে সাংবাদিকদের সাথে থানা-পুলিশের অসহযোগিতা এবং এই ঘটনায় এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও তেমন কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রণব সরকার। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি পুলিশকে জানিয়ে দেন আগামী দিনে বিলোনিয়া তে সাংবাদিকদের সাথে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে এবং পুলিশ কোনো রকমের ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনের পথেই হাঁটবেন তিনি। আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার এর এই ধরনের পদক্ষেপে খুশি বিলোনিয়ার সাংবাদিক মহল।

সেলাই মেশিন বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ এপ্রিল ।। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের লক্ষ মহিলাদের সশক্তিকরণ এর মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। আর সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলছে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থাগুলি। আজ বিলোনিয়া পুর পরিষদের উদ্যোগে পৌর এলাকার ১৭ টি ওয়ার্ডের ১৭ জন বোনেদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সেলাই মেশিন প্রদান করেন। সেই সাথে ৬ জন ঠেলা রিক্সা চালক শ্রমিককে ৬ টি রিকশা প্রদান করেন। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একটাই যাতে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজার পৌর পরিষদে মনোনিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ এপ্রিল ।। শান্তিরবাজার পৌর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ডে বিগতদিনে ১৫ জন কাউন্সিলার ছিলো। বর্তমানে আরো তিনজকে কাউন্সিলারের জন্য মনোনিত করা হয়েছে। এই তিন জন হলো শান্তির বাজার পৌরপরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, প্রদীপ দাস ও রিনা দাস। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পৌর পরিষদের কার্যালয়ে মনোনিত তিনজনকে শপথ বাক্য পাঠকরালেন পৌর পরিষদের সিইও তথা শান্তিরবাজার মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য। শপথবাক্য পাঠ শেষে পৌর পরিষদের সকল কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠীত হয় এক আলোচনা সভা। এই আলোচনা সভার মাধ্যমে পৌর এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। তারপাশাপাশি আগামীদিনে পৌর এলাকার কিভাবে উন্নয়ন করা সম্ভব তা নিয়েও আলোচনা করা হয়। আজকের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, ডি সি এম প্রীতম সরকার সহ অন্যান্যরা।

ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ এপ্রিল ।। সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয় থেকে শুক্রবার বেলা এগারটা নাগাদ ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি এবং শান্তিরবাজার মহকুমা কমিটির যৌথ উদ্যোগে গণডেপুটেশন কে সামনে রেখে এক মিছিল সংঘটিত করে । মিছিলটি সিপিআইএম মহকুমা কার্যালয় থেকে শুরু করে ব্যাংক রোড হয়ে এক নং টিলা, পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড হয়ে থানার কর্নারে গিয়ে মিছিল শেষ হয় ।

আজকের ডেপুটেশনের পাঁচ দফা দাবি গুলি হল , সমস্ত গরিব পরিবারে সরকারি বাসগৃহ প্রদান করতে হবে। রেগা ও টুয়েপ এর মজুরি ছয়শত টাকা করতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি রোধে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই দাবিগুলি সহ আরো অন্যান্য মোট পাঁচ দফা দাবি নিয়ে এদিনের গনডেপুটেশ সংঘটিত করে ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন। মিছিল শেষে ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের মহকুমা সম্পাদক সুবল রায়ের নেতৃত্বে চারজনের এক প্রতিনিধি দল মহকুমাশাসক কার্য্যালয়ে গিয়ে ওনারা মহকুমা শাসকের পক্ষে আধিকারিকের হাতে পাঁচ দফা দাবি সনদের স্মারক তুলে দেন। ডেপুটেশন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃত্বরা জানান মহকুমা শাসকের প্রতিনিধি তদের দাবি গুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং উর্ধতন কতৃপক্ষের নজরে নিয়ে যাবেন বলে জানান। এদিনের ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন খেতমজুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দীপঙ্কর সেন,সংগঠনের বিলোনিয়া বিভাগীয় সম্পাদক সুবল রায়, খেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব আশুদেবনাথ, রঞ্জিত চৌধুরী এবং বিপুল বৈদ্য, শ্রমিকনেতা বিজয় তিলক সহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা। এই দিনের মিছিলে সংগঠনে নারী পুরুষদের উপস্থিতির হার ছিল লক্ষণীয়।

শুক্রবার আগরতলায় ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের মিছিল ও গণডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলিকে সশক্তিকরণের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ এপ্রিল ।। রাজ্যের সমবায়ের মাধ্যমে ল্যাম্পস এবং প্যাক্স গুলিকে সশক্তিকরণ করে গড়ে তোলা এবং সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে আজ ভারতচন্দ্র নগর ব্লক এবং ঋষ্যমুখ ব্লকের মানুষকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে বিলোনিয়া পুরাতন টাউনহলে এই দুটি ব্লকের সদস্য সদস্যা এবং ব্যাংক কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন দিনব্যাপী ব্রহ্মকুন্ড মেলার উদ্বোধন, মেলায় ছড়িয়ে পড়ে সংহতির বার্তা : তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। মেলা মানে বহু মানুষের মিলনস্থল। মেলায় বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হয়। ছড়িয়ে পড়ে সংহতির বার্তা। আজ অশোকাষ্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মকুন্ডে তিন দিনব্যাপী আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী ব্রহ্মকুন্ড মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথাগুলি বলেন। তিনি বলেন, সব মেলার মতো ব্রহ্মকুন্ড মেলাও বহু মানুষের এক মিলন ক্ষেত্র। প্রতি বছর দু'বার এখানে ব্রহ্মকুন্ডকে উপলক্ষ্য করে আয়োজিত হয় এই মেলা। রাজ্যের দূরদূরান্ত থেকে এই মেলায় জাতি জনজাতি মানুষের সমাগম ঘটে। তিন দিনব্যাপী ব্রহ্মকুন্ড প্রাঙ্গণ হয়ে উঠে জনমুখর ঐতিহ্যের এক পূন্যস্থান।

তিনি বলেন, সব মেলার মতো ব্রহ্মকুন্ড মেলাও এ রাজ্যের জাতি জনজাতির ধারাবাহিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। দেবদেবীর উপর মানুষের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই একটি ঐতিহ্যময় স্থান বিকাশ লাভ করে থাকে। বহু মানুষ এখানে মিলিত হন। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিনিময় করে থাকেন। তাই প্রশাসনকে মানুষের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা মিলন স্থল ও তীর্থ ভূমিগুলিকে সুরক্ষিত করা কর্তব্য। তিনি বলেন, মিলন মেলাগুলির ঐতিহ্য যেন অক্ষুন্ন থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীচৌধুরী বলেন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য ও সংহতিই এদেশের মূল বৈশিষ্ট। এই বৈশিষ্টকে বজায় রেখেই আমাদের রাজ্যের এই ব্রহ্মকুন্ড প্রাঙ্গণের মিলন মেলাকেও সফল করে তুলতে হবে। তিনি আশা করেন এবারেও ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই তিন দিনব্যাপী ব্রহ্মকুন্ড মেলা, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, মোহনপুর মহকুমা প্রশাসন ও ব্রহ্মকুন্ড মেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ব্রহ্মকুন্ড মেলার সূচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনিও তিন দিনব্যাপী আয়োজিত মেলা ও প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা তিন দিনব্যাপী ব্রহ্মকুন্ড মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের কাছে বিনম্র আহ্বান জানান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।